জিহাদ : বিভ্রান্তি নিরসন

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

জিহাদ ঃ বিভ্রান্তি নিরসন

মুহাম্মদ ইসহাক খান

খান প্রকাশনী

জিহাদ ঃ বিভ্রান্তি নিরসন

মুহাম্মদ ইসহাক খান

প্রচছদ ঃ রিয়াজ হায়দার

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ঃ ২০০৪

মুল্য ঃ ৬০ (ষাট টাকা মাত্র)

প্রকাশনায় ঃ খান প্রকাশনী

উৎসর্গ

প্রতি মুহুর্ত, প্রতি ক্ষণে; মনের মাঝে, হৃদয় কোনে; যার শুন্যতা অনুভুত হয়। সত্য কথা বলতে যিনি কারো সামনে কোন দ্বিধা করতেন না, আমার নতুন প্রকাশিত বই দেখার জন্য যিনি সদা উদগ্রীব থাকতেন, সদ্য প্রয়াত সেই শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, মরহুম হযরত মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান সাহেব এর আত্মার মাগফেরাত কামনায় এ বইয়ের সকল সওয়াব উৎসর্গ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার মাকাম ও মর্যাদাকে আরো বাড়িয়ে দিন এবং তার তিরোধানে আমাদের মাঝে যে শুন্যতা সৃস্টি হয়েছে তা পুরণ করে দিন -এই প্রত্যাশায়...

দেশ বরেণ্য আলেমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, উস্তাযুল উলামা, খতীবে মিল্লাত, হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান সাহেব (দা. বা.) -এর

দু'আ ও অভিমত

এমন সময় ছিল, যখন বাংলা ভাষায় দ্বীনী কোন বিষয়ের উপর বই-পত্র ছিল দুস্প্রাপ্য। দ্বীনী বিষয়াদি আরবী, ফার্সী ও উর্দূতেই লিখিত হতো। ফলে বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণী ব্যাতিত সর্ব সাধারণের পক্ষে দ্বীনী বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা ছিল দুঃসাধ্য। আল্লাহ পাকের ইচছায় এ অভাব ক্রমান্নয়ে দূরীভুত হতে থাকলো। আলেম সমাজ বাংলা ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করতে শুরু করলেন। যার ফলে আজ দেখা যায় যে, বাংলা ভাষায় দ্বীনী বই-পত্র ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে যাচেছ। দ্বীনের প্রায় সকল বিষয়ের অসংখ্য বই বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হয়ে এক্ষেত্রের অভাব মোচন করে চলেছে। এ অবস্থা খুবই আশা ব্যঞ্জক।

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'জিহাদ'। জিহাদ কি? কেন? কখন? কিভাবে? -এবিষয়ে অজ্ঞতার অন্ধকার আজও পুরোপুরি দূরিভুত হয়নি।

নবীন লেখক স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ ইসহাক খান 'জিহাদ ঃ বিভ্রান্তি নিরসন' নামক বই খানা লিখে জিহাদ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণের মহত উদ্যোগ নিয়ে জিহাদ সম্পর্কে অনেকের মনে বিরাজমান নানা প্রশ্নের সমাধান দিতে সচেষ্ট হয়েছে।

জিহাদ সন্ত্রাস নয়। জিহাদ উন্মাদনা নয়। জিহাদ ধ্বংসাত্মকতাও নয়। বরং জিহাদ সত্য, ন্যায় ও হকের সংরক্ষণ প্রক্রিয়া মাত্র। স্বতস্ফুর্ত আত্মপক্ষ সমর্থন, মিথ্যা ও বাতিলের অন্যায় আস্ফালনকে অবদমিত ও নিবৃত্ত করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলো জিহাদ -এ বাস্তবতাকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে।

জিহাদের সঠিক রূপ উপলব্ধি করতে না পারার কারণে সৃষ্ট যত সব জটিলতা ও অচলাবস্থা ঘুচানোর ক্ষেত্রে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

সুধী পাঠক মন্ডলী বইটি পরে উপকৃত হবেন এবং জিহাদের ন্যায় অতীব তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন বলে আমি আশাবাদী।

বইটির বৈশিষ্ট্যময়তা লক্ষ্য করার মত। তাই আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। সাথে সাথে দ্বীনী বিষয়াদী ধারণ করে বাংলা ভাষা আরও সমৃদ্ধ হোক এ প্রত্যাশা রেখে লেখককে দৃঢ়পদে আরও সামনে এগোবার উপদেশ দিচিছ।

আতাউর রহমান খান

৩০/১০/২০০৪ইং।

কিছু কথা

সকল প্রশংসা ঐ মহান প্রতিপালকের, যিনি তার অশেষ মেহেরবানীতে জিহাদের মতো একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর উদ্বুদ্ধ করার মতো ফরজ ইবাদত আদায় করার তৌফিক দান করেছেন। দুরূদ ও সালাম জানাই ঐ মহান সরওয়ারে কায়েনাতের দরবারে, যিনি স্বীয় দেহের রক্ত ঝরিয়ে, দান্দান মোবারক শহীদ করে সমস্ত উম্মতকে জিহাদের সবক দান করেছেন।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক মহান নিয়ামত। ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বকে ধরার বুকে সসম্মানে ও স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই বিধানটি দান করেছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখ ও আফসোসের বিষয় হলো কাফির-মুশরিকদের গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে আজ মুসলিম সমাজে এই জিহাদ সম্পর্কে বিরাজ করছে হাজারো বিভ্রান্তি, দেখা দিয়েছে একাধিক প্রশ্নের।

মুসলিম জনসাধারণ জিহাদ সম্পর্কে কুরআন হাদীসের সুগভীর পান্ডিত্যের অধিকারী না হওয়া এবং এ ব্যাপারে কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য সম্পর্কে যথা অবহিত না থাকার কারণে জিহাদ সম্পর্কে কাফির মুশরিকদের ছড়ানো বিভ্রান্তিতে গুলো খুব সহজেই মুসলিম সমাজে স্থান করে নিতে সক্ষম হচেছ। উপরন্তু জিহাদ সম্পর্কে প্রতিনিয়ত কুফুরী মিডিয়া সমূহের বাগাড়ম্বর ও বিষোদগারের ফলে বিভ্রান্তি গুলো মুসলিম জনসাধারণ সত্য বলে বিশ্বাস করে নিচেছ। যার ফলশ্রুতিতে আজ দেখা যাচেছ যে, অনেক মুসলমানও না বুঝে কাফির-মুশরিকদের মতো জিহাদকে সন্ত্রাস, বিচিছন্নতা, উগ্রতা, অগ্রগতি ও প্রগতির অন্তরায় এবং মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বলে অকপটে ঘোষণা দিচেছ।

আমি এগ্রন্থের প্রথমে জিহাদ সম্পর্কে সমাজে ছড়িয়ে থাকা বিভ্রান্তি সমূহকে প্রশ্নের আকারে পবিত্র কুরআনের সামনে উপস্থাপন করেছি এবং সেই সকল বিভ্রান্তি নিরসনে সর্বজন মান্য কুরআনে কারীমের বক্তব্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। দ্বিতিয় অধ্যায়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ দশটি বিভ্রান্তি (যা আজ আমাদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ) প্রশ্নের আকারে উত্থাপন করে কুরআন, হাদীস, ইতিহাস ও যুক্তি-তথ্যের নীরিখে যুক্তিযুক্ত সমাধান প্রদানের চেষ্টা করেছি।

আমার এ প্রচেষ্টা সফল করতে অনেক মুখলিস সাথী ভাই স্বেচছায় একাজে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। বই প্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঐ সকল মুখলিস সাথী ভাইদের যারা এ বই লেখা থেকে নিয়ে প্রকাশ করা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

বইটিকে সার্বিকভাবে সুন্দর ও নির্ভুল করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্তেও হয়তো অনেক ভুল-ত্রূটি রয়ে গেছে। এবইয়ের কোথাও কোন ধরণের কোন ভুল-ত্রূটি যদি কারো দৃষ্টি গোচর হয় তাহলে সে বিষয়ে অবহিত করানোর জন্য সূধী পাঠক সমাজের প্রতি সবিশেষ অনুরোধ রইল। আল্লাহ তা'আমাদের সকলকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন। আমীন।

প্রারম্ভিকা

বর্তমান বিশ্বে চলমান পরিস্থিতি যে মুসলমানদের সম্পূর্ণ প্রতিকুল তা কাউকে ব্যাখ্যা করে বুঝানোর অবকাশ রাখে না। আসমানের নিচে, জমিনের উপরে, পৃথিবী নামক এ গ্রহের কোথাও কোন লাশের স্তুপ, বিদ্ধস্ত বাড়ি-ঘর বা বিরান জনপদের সন্ধান পাওয়া গেলে দেখা যাবে যে, এই হতভাগা মুসলমানদেরই। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, মরুভূমি থেকে সাগর বক্ষ, সর্বত্রই আজ মুসলিম নিধনের মহড়া। দিকে দিকে নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলমানদের আর্তচিৎকার আর মুসলিম উম্মাহকে নিঃশেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে নিক্ষেপ করা হাজার হাজার টন বোমার বিষ্ফোরিত বারুদের গন্ধে এজগৎ আজ এক মৃত্যুপুরিতে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে মুসলিম ভূখন্ড ফিলিস্তীনের উপর দখলদার ইসরাঈল ক্ষমতার জোরে অবৈধভাবে আধিপত্য বিস্তারের পর থেকেই সেখানে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে। প্রতিদিনই সেখানে ইসরাঈলী হানাদারদের বুলেটের আঘাতে নিরীহ ফিলিস্তীনী মুসলমানরা প্রাণ হারাচ্ছে।

ইউরোপের মুসলিম জনপদ বসনিয়া আজ মানবরূপী হায়েনাদের শিকার ক্ষেত্র, স্বর্গরাজ্য। একমাত্র মুসলমান হওয়ার মহা-অপরাধে(?) বসনীয়দের উপর খৃষ্টানরা এমন সব জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে, যা কল্পনায়ও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ সেই ইউরোপ যার প্রতি কণা মাটির সাথে মিশে আছে শুহাদায়ে কিরামের তাজা খুন, আর সাহাবায়ে কিরামের ঘাম ঝরানো মেহনত। আজ সেই ইউরোপকেই মুসলিম মুক্ত ঘোষণা করার জন্য কাফিররা উঠে পড়ে লেগেছে।

এমনিভাবে চেচনিয়ার মুসলমানদের উপরও কম্যুনিষ্ট রাশিয়া চালিয়ে যাচ্ছে জুলুম নির্যাতনের তান্ডবলীলা। একমাত্র ক্ষমতার জোরে আজও তারা চেচনিয়ার স্বাধীন মুসলমানদেরকে পরাধীনতার অক্টোপাশে আবদ্ধ করে রেখেছে। একইভাবে সোমালিয়া ও চিনের জিনজিয়াং-এও চলছে অত্যাচার-নির্যাতনের ষ্টিমরোলার।

এইতো সেদিন সন্ত্রাসী আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের খনিজ সম্পদ চুরি করা টাকায় কেনা অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা বারুদ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো যুদ্ধ বিদ্ধস্ত আফগানিস্তানের উপর। শত সহস্র বোমা ফেলে, হাজার হাজার বেসামরিক লোককে হত্যা করে সন্ত্রাসবাদের এক অসাধারণ, অসামান্য, অপ্রতুল নজীর স্থাপন করে স্বীয় ঔদ্ধত্য-অহমিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটাল।

আফগানিস্তানের পাথুরে জমিন তার উপর লেপ্টে থাকা মজলুম মুসলমানদের রক্ত শুষে নেয়ার পুর্বেই ভারতের গুজরাটে শুরু হয়ে যায় শতাব্দীর ভয়াবহ বর্বরতা, জঘন্যতম মুসলিম গণহত্যা।

গুজরাটে শাহাদাত বরণকারী মুসলমানদের দগ্ধ দেহের পোড়া গন্ধ বাতাসে মিলিয়ে যাবার পূর্বেই আবার দৃশ্যপটে হাজির হলো নিরপরাধ

মানুষের রক্তের নেশায় উন্মাদ বর্বর আমেরিকা। রাসায়নিক অস্ত্রের ভুয়া অজুহাত তুলে মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ল শত নবী-রাসূলের জন্ম ভূমি, পূণ্যভূমি ইরাকের পবিত্র মাটিতে। অজস্র বুলেট ও বোমার আঘাতে লাখো মানুষের রক্ত ঝরিয়ে, অজুত মানুষকে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে মাটি পাথরের সাথে মিলিয়ে দিয়ে নিজস্ব পশু স্বভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটাল।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে তো ভারত সরকার নিজস্ব সেনাবাহিনী দিয়েই মুসলমানদের রক্তের হোলি খেলছে। সেখানে এমন কোন দিন যাচ্ছে না, যেদিন ভারতীয় হায়েনারা মুসলিম নারীদেরকে গণহারে ধর্ষণ করছে না, মুসলমানদের সর্বস্ব লুটে নিয়ে তাদের বাড়ি ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে না।

কাশ্মীর এমনই এক ভূখন্ড যার প্রতি ইঞ্চি মাটি মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত। প্রতিটি বরফ খন্ড যেখানে জমাট বাঁধে মু'মিনের তাজা খুনে। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ জলরাশি ভারত মহাসাগরে মিলিত হওয়ার পূর্বেই রক্তবর্ণ ধারণ করে ঈমানদ্বারদের তপ্ত লহুতে।

আমাদের একেবারে সন্নিকটে অবস্থিত মুসলিম ভূখন্ড আরাকান। অন্যান্য কাফিরদের সাথে তাল মিলিয়ে সেদেশের সরকারও সমানে চালাচ্ছে মুসলিম নির্যাতন-নিপীড়ন। বৌদ্ধ মগদের সামরিক শাসনের জুলুম নির্যাতনে প্রতিনিয়ত সেখানে দলিত মথিত হচ্ছে মানবতা। এমনিভাবে সমগ্র পৃথিবী জুড়েই আজ চলছে মুসলিম নির্যাতন। বিশ্ব জুড়ে জুলুম নির্যাতনের এ চিত্র প্রতিনিয়ত চিত্রিত হচ্ছে মুসলিম জনপদ গুলোতে। জুলুম নির্যাতনের মাত্রা কমার পরিবর্তে দিন দিন তা আরো বেড়েই চলছে। প্রতিদিন তার সাথে যোগ হচ্ছে নির্যাতনের নিত্য নতুন কৌশলসমূহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَّاحِدَةٌ (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) "সমস্ত কুফুরী শক্তিই একজোট ঐক্যবদ্ধ।"

রাসূলে আরাবীর এই মহাসত্য বাণীরই প্রতিফলন দেখছি আজ আমরা পৃথিবীর সর্বত্র।

বর্তমানে মুসলমানদের উপর আবর্তিত সকল জুলুম নির্যাতনই এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গাঁথা এবং মুসলিম নিধনে সকল কাফিরই আজ একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করছে। একারণেই ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীনে গণহত্যা চালায়, তখন ভারত, আমেরিকা তাকে প্রকাশ্যে সাহায্য সহযোগিতা দেয়। চীন-রাশিয়া নীরব সমর্থন জানায়। আবার আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে হামলা করে তখন ভারত ইসরাঈল তাকে পিঠ চাপড়ে বাহবা দেয়, চীন-রাশিয়া একাজে আমেরিকাকে প্রকাশ্য সমর্থন দেয়।

আমেরিকা ইসরাঈলকে এ সকল অন্যায়-অবৈধ কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করার কারণে ভারত কাশ্মীর ও গুজরাটে মুসলিম নিধনের বৈধতা পেয়ে যায়। চীন পায় জিনজিয়াং-এ মুসলিম নিধনের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা আর রাশিয়া পায় চেচনিয়ায় যথেচ্ছাচারিতার অধিকার। আর মাঝখান থেকে মুসলমানরা পায় জুলুম- নির্যাতন আর সীমাহীন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। কিন্তু

কেন? কোন অপরাধে আজ মুসলিম বিশ্বের উপর জুলুম নির্যাতনের এপাহাড়? কোন সে আদর্শচ্যুতি যা মুসলিমকে মজলুমে পরিণত করল?

যে জাতির পূর্বসুরীরা এক সময় কাঁপিয়ে তুলেছিল পৃথিবীর আকাশ-বাতাস, মজলুম মানবতার ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য ছুটেছিল দিগ-দিগন্তরে। ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছিল কায়সার ও কিসরার জুলুমী প্রাসাদ। যারা খেজুর বৃক্ষের ছায়ায় বসে দোর্দন্ড প্রতাপে শাসন করেছিল অর্ধজাহান, বীর্যশালী বাহুর সুতীক্ষ্ণধার তলোয়ারের অগ্রভাগ দ্বারা এঁকেছিল মজলুম মানবতার মুক্তিসনদ, ঘুঁচিয়ে-মিটিয়ে দিয়েছিল আরব আজমের বিভেদ-বিসংবাদ। সেই চিরবিজয়ী বীরের জাতি মুসলমানরাই কেন আজ ধরাতলে পরাজয় ও পরাধীনতার গ্লানী বয়ে বেড়াচ্ছে?

বর্তমানে মুসলমানদের এই অধঃপতন ও অধঃগতির কারণ জানতে হলে আমাদেরকে ফিরে তাকাতে হবে মহাগ্রন্থ কুরআন ও মহাসত্য বাণী হাদীসের দিকে। তাহলেই খুঁজে পাওয়া যাবে বর্তমান বিশ্বে মুসলিম নির্যাতন নিপীড়নের কারণ ও এর থেকে উত্তরণের উপায়। কুরআনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

অর্থ, "যদি তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদে না বের হও, তাহলে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন। এবং (তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে) অন্য এক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।" (সূরা তাওবা, আয়াত ঃ ৩৯)

হাদীসের মাঝেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলে গিয়েছেন,

إِذَا تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ

'যখন তোমরা জিহাদ ছাড়বে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা চাপিয়ে দিবেন।' (কানযুল উম্মাল।)

হ্যাঁ আমরা আজ সেই জিহাদকে-ই ছেড়ে দিয়েছি। যে জিহাদ ছিল মুসলমানদের ইজ্জত আব্রুর রক্ষা কবচ, কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করার লৌহ প্রাচীর তাকেই আমরা অপ্রয়োজনীয় ভেবে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি। যার ফলে কুরআন-হাদীসের বাণী সমূহও আমাদের উপর সত্যে পরিণত হতে শুরু করেছে। এবং প্রতিশ্রুত সেই শাস্তি বাঁধ ভাঙ্গা জুলুম নির্যাতনের আকারে নেমে আসতে শুরু করেছে আমাদের উপর।

ইসলামের শুরু লগ্নে যখন মুসলমানরা জিহাদের জন্য নির্দেশিত হয়নি, তখন তারা কাফিরদের নির্যাতন- নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। রাসূলের মদীনায় হিজরতের পর যখনি মুসলমানরা হাতে তলোয়ার তুলে নিয়েছে, উচিয়ে ধরেছে জিহাদের ঝান্ডা তখন তাদের থেকে ঐসকল জুলুম-নিপীড়ন এমনভাবে দূর হয়েছিল যে, কাফিররা কোন মুসলমানের উপর আর চোখ তুলে তাকাবারও সাহস পেত না। আর এটাই মহান আল্লাহর নেযাম যে,

তিনি জিহাদের মাধ্যমেই মুসলমানদের উপর থেকে কাফিরদের অত্যাচার নির্যাতন দূরীভুত করবেন এবং মুসলমানদেরকে নিরাপদ করবেন। মহান আল্লাহর এই নেযাম সর্বক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাইতো দেখা যায়, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা জিহাদের ময়দানে অটল অবিচল ছিল, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী তাদের পদানত ছিল। আর যখনি মুসলমানরা

যুদ্ধের ময়দানের কংকরময় জমিনে চলা বাদ দিয়ে শস্য-শ্যামল মনোরম বাগ-বাগিচায় চলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, যুদ্ধের ময়দানের ঢাল-তলোয়ারের ঝন্ঝনানি আর কাড়া নাকাড়ার কর্কষ ধ্বনির পরিবর্তে বাইজী নর্তকীদের চুড়ি নুপুরের রিন্ ঝিন্ রিনি ঝিনি যখন তাদের কাছে অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় হয়ে উঠেছে,- ঠিক সেই মুহূর্তেই সুচিত হয়েছে মুসলমানদের পতনযাত্রা। অধঃগতি আর অধঃপতনের ইতিহাস। এভাবেই ধ্বংস হয়েছে আব্বাসী খিলাফত, স্পেনের মুসলিম সালতানাত, আর ভারত উপমহাদেশের মুসলিম শাসন। তাইতো কবি ইকবাল বলেছিলেন ঃ

'আমার কাছে শোন জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস, শুরুতে তার তীর তলোয়ার শেষে তবলা সেতার।'

এক কথায় বলা যায়, দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের মুসলিম ইতিহাসে মুসলমানদের মান- মর্যাদা ও স্থিতি- নিরাপত্তা জিহাদ ও শাহাদাত ছাড়া কখনও সংহত হয়নি এবং মুসলমানরা কাফিরদের জুলুম-নির্যাতনের হাত হতেও মুক্তির নিরাপত্তা পায়নি। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমান সময়ে মুসলমানদের উপর চলতে থাকা কাফির মুশরিকদের নির্যাতন বন্ধ করতে হলে এবং তাদের জুলুমের অক্টোপাশ হতে নিষ্পেষিত মুসলিম উম্মাহকে মুক্ত করতে হলে আজও জিহাদের কোন বিকল্প নেই।

আর মুসলমানদের জন্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তার কথা মুসলমানদের থেকে কাফিররা বেশি অবগত। তাই তারা জিহাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ-সংশয় মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে। যা আজ মুসলিম সমাজের মন-মস্তিস্ককে আচছন্ন করে রেখেছে। তাই আজ মুসলমানদের অধঃপতন রোধের জন্য সর্বাগ্রে জিহাদ সম্পর্কে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং জিহাদ সম্পর্কে মুসলমানদের সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটানো দরকার। আর জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ এমনই এক ইবাদত যার প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

সম্মানিত পাঠক ! এখন আপনাদের সামনে সরাসরি পবিত্র কুরআন হতে জিহাদ সম্পর্কে লোক সমাজে বিদ্যমান ১০০টি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকর প্রশ্ন এবং সরাসরি পবিত্র কুরআন থেকে তার জওয়াব পেশ করব। প্রিয় পাঠক! এবার আপনি আপনার মনের গহীনে অস্থির হয়ে ঘুরে ফেরা, জবাব না পাওয়া প্রশ্নটিকে নিচের প্রশ্ন গুলো থেকে খুঁজে বের করে নিন এবং সরাসরি পবিত্র কুরআন হতে তার উত্তর ও সমাধান নিয়ে আশ্বস্ত হোন।

কুরআন থেকে সমাধান

(১) বল হে কুরআন! অনেকে তো বলে যে, জিহাদ হলো সন্ত্রাস, জিহাদকারী সন্ত্রাসী এবং জিহাদের মাধ্যমে সমাজে কেবল ফিৎনা ফাসাদই সৃষ্টি হয়। আবার অনেকে বলে জিহাদ সন্ত্রাস নয়, নয় ফিৎনা ফাসাদ। এবং জিহাদের মাধ্যমে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি নয় বরং নির্মূল হয়। -এখন এব্যপারে তোমার মত কি?

কুরআন বলে,

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

অর্থ, "কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করতে থাক! যতক্ষণ না ফিৎনা নির্মূল হয় এবং আল্লাহর দ্বীন (পৃথিবীতে) সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৯)

(২) বল হে কুরআন! জিহাদ দ্বারা কিভাবে ফিৎনা ফাসাদ নির্মূল করা সম্ভব অথচ জিহাদ করতে গেলে তো ব্যপক রক্তপাত হয়, অসংখ্য মানুষের প্রাণনাশ ঘটে?

কুরআন বলে,

وَقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ..... وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

অর্থ, তোমরা কাফিরদেরকে হত্যা কর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই .... (কেননা, জিহাদ ছাড়া, জালিম কাফিরদেরকে হত্যাকরা ছাড়া ফিৎনা ফাসাদ নির্মূল করা সম্ভব নয়।) আর ফিৎনা ফাসাদ হত্যা ও প্রাণনাশ থেকেও জঘন্যতম। (সূরা বাকারা ঃ ৯১)

(৩) বল হে কুরআন! জিহাদের এ ব্যপারটি কি আমাদের জন্য নতুন কোন বিষয়, না পূর্ববর্তী নবীগণের যমানায়ও এটা ছিল? এবং পূর্ববর্তী নবীগণও কি জিহাদ করেছিলেন?

কুরআন বলে,

وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ

"আর দাউদ (আ.জালিম বাদশাহ্) জালূতকে হত্যা করলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে রাজত্ব দান করলেন। (সূরা বাকারা ঃ ২৫১)

(৪) বল হে কুরআন! পূর্ববর্তী নবীদের সাথে তাদের উম্মতগণও কি জিহাদ করেছিলেন?

কুরআন বলে, "وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ"

অর্থ, "আর অনেক নবী বিগত হয়েছেন, যাদের সাথে অনেক খোদাভক্ত লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৬)

(৫) বল হে কুরআন! পূর্ববর্তী উম্মতরা কি নিজেদের হিফাজতের জন্য তখন জিহাদের কামনা করেছিল? নাকি এমনিতেই তাদের উপর জিহাদকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর যখন তাদের উপর জিহাদকে ফরজ করা হয়েছিল তখন তাদের অবস্থাই বা কি হয়েছিল?

কুরআন বলে,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا؟ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا
مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ

অর্থ, "মূসা (আ.) পরবর্তী একদল বনী ইসরাঈলের ঘটনা তুমি কি জান না? যখন তারা নিজেদের এক নবী (হযরত শামুয়ীল আ.) কে বলল, 'আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ নির্ধারণ করে দিন, যার নেতৃত্বে আমরা জিহাদ করব।' অতঃপর সেই নবী তাদেরকে বললেন, 'এ রূপ সম্ভাবনা আছে কি যে যদি তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয় তাহলে তোমরা জিহাদ করবে না?' (জিহাদ করা হতে অস্বীকৃতি জানাবে) তখন তারা বলল, 'আমাদের এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, আমরা জিহাদ করব

না? অথচ আমাদেরকে নিজ বাড়ি-ঘর ও সন্তান-সন্ততি হতে বিতাড়িত করা হয়েছে।'
অতঃপর যখন তাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হল, তখন তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতিত বাকি সকলেই জিহাদ হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদের ব্যপারে ভালই জানেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪৬)

(৬) বল হে কুরআন! তাহলে এখন মুসলমানদের উপর জিহাদের হুকুম কি? অনেকেই তো জিহাদ পছন্দ করে না, বা জিহাদ করতে চায় না।

কুরআন বলে,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থ, "তোমাদের উপর ক্বিতাল (জিহাদ) কে ফরজ করা হলো। যদিও তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়। কোন একটা বিষয় হয়ত তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর অপর কোন একটা বিষয় হয়ত তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত ঃ আল্লাহই ভাল জানেন, আর তোমরা জান না।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)

(৭) বল হে কুরআন! তোমার ঘোষণা হতে তো আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের মাঝে অনেকেরই তো তেমন কোন সহায় সম্বল নেই। তাহলে আমরা কিভাবে জিহাদ করব?

কুরআন বলে,

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ "তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা তাওবা ঃ ৪১)

(৮) বল হে কুরআন! যখন আমরা জিহাদে বের হয়ে যাব, যুদ্ধের ময়দানে পা' রাখব, তখন কি আমাদেরকে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে?

কুরআন বলে,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থ,"আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধার যাতনা, সম্পদের ক্ষতি, প্রাণ নাশের ক্ষতি ও ক্ষেত খামারের ক্ষতির দ্বারা। (আর এসকল বিপদে) ধৈর্য্যশীলদেরকে সু-সংবাদ দিন।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৫)

(৯) বল হে কুরআন! আমাদের পুর্বেও কি কোন সম্প্রদায়কে জিহাদে যাওয়ার ক্ষেত্রে এধরণের কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো?

কুরআন বলে,

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ

অর্থ ঃ "অতঃপর যখন তালুত (আ.) তার সৈন্যদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন তখন তিনি তার সৈন্যদেরকে বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একটি নহরের দ্বারা পরীক্ষা করবেন। যে তার থেকে পানি পান করবে সে আমাদের সাথে থাকতে পারবেনা। আর যারা তার থেকে পান করবেনা কিংবা সামান্য পরিমাণ পান করবে তারাই আমাদের সাথে থাকতে পারবে।' অতঃপর তাদের অল্প কিছু সংখ্যক বাদ

দিয়ে বাকি সকলেই পানি পান করলো। অতঃপর যখন তালুত (আ.) তার লোকদেরকে নিয়ে নদী পেরিয়ে যাচিছলেন তখন যারা পানি পান করেছিলো তারা বলল, 'জালুতের বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করার জন্য আজ আমাদের কোন ক্ষমতা নেই।" (সুরা বাকারা ঃ ১৪৯)

(১০) বল হে কুরআন! পূর্ববর্তী নবী এবং তাদের অনুসারী উম্মতগণ যখন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হত তখন তাদেরও কি এধরণের কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো?

কুরআন বলে,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

অর্থ, "তোমাদের কি ধারনা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনও তোমরা তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত সেই সকল লোকদের অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যারা আক্রান্ত হয়েছিল যুদ্ধের ময়দানের (পরীক্ষার) কষ্টে, শারীরীক ক্ষুধা-তৃষ্ণার যাতনায়। এবং তারা প্রতিকূল অবস্থায় আতংকিত ও ভীতি শংকায় প্রবল ভাবে প্রকম্পিত হয়েছে। এপর্যন্ত যে, নবী রাসূলগণ ও তাদের সঙ্গী উম্মতরা পর্যন্ত এটা বলতে বাধ্য হয়েছে যে, 'কবে আসবে আল্লাহর সাহায্য।' জেনেরাখ! নিশ্চই আল্লাহর সাহায্য অতিনিকটে।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

(১১) বল হে কুরআন! যখন আমরা জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হব তখন মহান আল্লাহর কাছে আমাদের কি প্রার্থনা করতে হবে?

কুরআন বলে,

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থ, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তরে দৃঢ়তা ঢেলে দিন। আমাদের ভিত্তি (পা') সুদৃঢ় ও মজবুত করে দিন। এবং আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ের উপর বিজয় দান করুন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৫০)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থ, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপসমূহ মাফ করে দিন। কার্যক্ষেত্রে আমাদের সীমালঙ্ঘন ও অবাধ্যতাকে আপনি ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৭)

(১২) বল হে কুরআন! যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তখন আমরা কি করব?

কুরআন বলে,

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰٓى إِذَآ أَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

অর্থ, "অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যাবে, (যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে) তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করতে থাক (তাদেরকে হত্যা করতে থাক)। যতক্ষণ না তাদের রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়। (অতঃপর যখন তোমরা তাদেরকে পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে) তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। তারপর হয়ত তাদের উপর অনুগ্রহ করবে, (মুক্তিপণ ছাড়াই তাদেরকে ছেড়ে দিবে) বা মুক্তিপণ নিবে। (এবং তাদেরকে সর্বদা বন্দী করে রাখবে) যতক্ষণ না তারা তাদের নিজস্ব অস্ত্র পরিত্যগ করে। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪)

(১৩) বল হে কুরআন! কাফিররা যদি যুদ্ধ করতে করতে মসজিদে হারাম বা এজাতীয় সম্মানিত কোন স্থানে এসে আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তাহলে কি সেই স্থানেও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ হবে?

কুরআন বলে,

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

অর্থ, "আর তোমরা কাফিরদের সাথে মসজিদুল হারামের নিকটে লড়াই করোনা, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অবশ্য তারা নিজেরাই যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা সেখানেও তাদের সাথে যুদ্ধকর। (তাদেরকে হত্যা করো) আর কাফিরদের শাস্তি এরকমই হয়ে থাকে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯১)

(১৪) বল হে কুরআন! মসজিদে হারাম ও আরব উপদ্বীপে কাফির-মুশরিকদের অনুপ্রবেশ বৈধ কি না?

কুরআন বলে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরাতো অপবিত্র সুতরাং তোমরা এ বৎসরের পর আর তাদেরকে মসজিদে হারামে (আরব উপদ্বীপে) র কাছে আসতে দিয়োনা। আর যদি তোমরা দারিদ্রতার আশংকা করো তবে আল্লাহ চান তো শীঘ্রই স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা তোদেরকে অমুখাপেক্ষি করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (সুরা তাওবা ঃ ২৮)

(১৫) বল হে কুরআন! যখন আমরা তোমার কথা মত কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হব, কাফিররা যখন আমাদের উপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তুমূল বেগে আক্রমণ করবে তখন আমরা কি করব?

কুরআন বলে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا

অর্থ, "হে ঈমানদ্বারগণ! যখন তোমরা কোন দলের সাথে ঘোড়তর লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও (এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে তীব্র বেগে আক্রমণ করতে থাকে) তখন তোমরা মজবুত ও দৃঢ়পদ থাক।" (সূরা আনফাল ঃ ৪৫)

(১৬) বল হে কুরআন! যখন চতুর্দিক থেকে গুলি আসতে থাকবে, উপর থেকে বোমারু বিমান গুলো বৃষ্টির মত বোমা ফেলতে থাকবে, যমীনের নীচ হতে একের পর এক ভূমি মাইন বিষ্ফোরিত হতে থাকবে তখন আমরা কিভাবে অটল ও দৃঢ়পদ থাকব?

কুরআন বলে,

وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ, "তোমরা তখন আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করতে থাক, (তাঁর কাছে সাহায্য ও দৃঢ়তা কামনা করতে থাক) হয়ত তোমরা সফলকাম হতে পারবে।" (সূরা আনফাল ঃ ৪৫)

(১৭) বল হে কুরআন! যুদ্ধের ময়দানের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে, জান-প্রাণ নিয়ে ছিনি-মিনি খেলার সে নাজুক পরিস্থিতিতে কারো জন্য যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন করা কি জায়েয হবে?

কুরআন বলে,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ

অর্থ, "হে ঈমানদ্বারগণ! যখন তোমরা কাফেরদের সাথে সম্মুখ সমরে যুদ্ধে লিপ্ত হও তখন তোমরা পশ্চাদপদ হয়ো না (যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন করো না)। (সূরা আনফাল ঃ ১৫)

(১৮) বল হে কুরআন! যদি কেউ সেদিন যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করে তাহলে তার শাস্তি কি হবে?

কুরআন বলে,

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

অর্থ, "আর কাফিরদের সাথে যুদ্ধের সেই সময়ে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে - কৌশল অবলম্বন বা নিজ দলের কাছে আশ্রয় নিতে আসা ব্যতিত- সে আল্লাহর গযবে নিপতিত হবে। আর তার আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।" (সূরা আনফাল ঃ ১৫)

(১৯) বল হে কুরআন! সম্মুখ সমর ব্যতিত অন্য অবস্থায় আমাদেরকে কি ভাবে যুদ্ধ করতে হবে?

কুরআন বলে,

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

অর্থ, "অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাস সমূহ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে পাও। এবং তাদেরকে ধর, ঘেড়াও কর এবং তাদের সন্ধানে ওঁৎপেতে বসে থাক। কিন্তু তারা যদি তওবা করে নেয় এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদেরকে ছেড়ে দাও।" (সূরা তাওবা ঃ ৫)

(২০) বল হে কুরআন! যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ সম্মানিত মাসগুলোতে যদি কাফিররা মুসলমানদের উপর উৎপীড়ন শুরু করে তাহলে সেই সময়ে তাদের সাথে জিহাদ করা মুসলমানদের জন্য কি বৈধ হবে?

কুরআন বলে,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

অর্থ, "(হে নবী!) হারাম মাস সম্পর্কে লোকেরা আপনার কাছে প্রশ্ন করে যে তাতে যুদ্ধকরা কেমন? বলেদিন তাতে যুদ্ধকরা মস্তবড় অন্যায়।

তবে আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকরা, আল্লাহর সাথে কুফুরী করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করা আল্লাহর কাছে তার (সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা) থেকেও বড় অন্যায়। (সুতরাং কাফিররা যদি এধরনের মহা-অন্যায় করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করায় তোমাদের কোন অপরাধ নেই।) এবং ফিতনা সৃষ্টিকরা হত্যা অপেক্ষাও জঘন্যতম। (সূরা বাকরা ঃ ২১৭)

(২১) বল হে কুরআন! উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পদ্ধতিতে আমরা কাফিরদের সাথে জিহাদ করব?

কুরআন বলে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا

অর্থ, "হে ঈমানদ্বারগণ! তোমরা নিজ নিজ অস্ত্র ধর। অতঃপর বিচ্ছিন্নভাবে (গেরিলা পদ্ধতিতে) বা দলবদ্ধভাবে (সম্মুখ সমরে) যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়।"

(২২) বল হে কুরআন! কোন কোন লোকদের সাথে আমাদের জিহাদ করতে হবে?

কুরআন বলে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ

অর্থ, "হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করুন।" (সূরা তাওবা, আয়াত:৭৩)

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
والفتنة اشد من القتل

অর্থ, "তোমরা কাফিরদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর। এবং তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। আর জেনেরেখ ফিতনা হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতম অপরাধ।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯১)

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

অর্থ, "আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা যুদ্ধ করে তোমাদের সাথে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯০)

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَابِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَايُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ

অর্থ, "আর তোমরা আহলে কিতাবদের ঐসমস্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা ঈমান আনেনা আল্লাহর উপর, শেষ দিবসের উপর এবং যারা হারাম বলে মেনে নেয় না ঐ সমস্ত বিষয়াবলীকে যেগুলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হারাম করে দিয়েছেন। এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম।" (সূরা তাওবা ঃ ২৯)

وَاِنْ نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ

অর্থ, "যদি তারা প্রতিশ্রুতির পর তাদের কৃত শপথ ভঙ্গ করে এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে তাহলে তোমরা যুদ্ধ কর কুফর প্রধানদের সাথে।" (সূরা তাওবা ঃ ১২)

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَئُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

অর্থ, "তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না? যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সংকল্প করেছে রাসূলকে বহিস্কারের। আর এরাই তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় পাচ্ছ? অথচ আল্লাহই হলেন তোমাদের ভয়ের একমাত্র অধিকতর যোগ্য যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরা তাওবা ঃ ১৩)

وَمَا لَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا

অর্থ, "আর তোমাদের কি হল? যে, তোমরা লড়াই করছ না আল্লাহর পথে অসহায় নারী, পুরুষ এবং শিশুদের পক্ষে। যারা কাফিরদের যুলুমের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই

অত্যাচারী জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর। কেননা, এখানকার অধিবাসীরা জালিম। আর আমাদের জন্য একজন ওলী একজন সাহায্যকারী পাঠাও।" (সূরা নিসা ঃ ৭৫)

(২৩) বল হে কুরআন! যুদ্ধ জিহাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি কখনো আমাদের সন্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বা কাফিররা যদি আমাদের সাথে সন্ধি করতে আগ্রহী হয় তাহলে অবস্থা বুঝে তাদের সাথে সন্ধি করা কি আমাদের জন্য বৈধ হবে?

কুরআন বলে,

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَي اللهِ اِنَّهٗ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ, "যদি কাফিররা সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তবে তুমিও তার প্রতি আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা তাওবা ঃ ৬১)

(২৪) বল হে কুরআন! কাফিরদের মধ্য থেকে যদি কারো সাথে মুসলমানদের সন্ধি বা চুক্তি থেকে থাকে তাহলে তাদের সাথেও কি জিহাদ করতে হবে?

কুরআন বলে,

اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلَي مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

অর্থ, "তবে যে সকল মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, তারপর তারা তোমাদের ব্যপারে কোন ক্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি; (তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ না করে) তাদের সঙ্গে কৃতচুক্তিকে তাদের দেয়া নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা তাওবা, আয়াত:৪)

(২৫) বল হে কুরআন! কাফিররা আমাদের সাথে সন্ধি চুক্তি করার পর যদি সেই সন্ধির মর্যাদা রক্ষা না করে এবং তাদের তরফ থেকে সন্ধি ভেঙ্গে ফেলার কোন আভাস আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে তখনও কি আমাদের উপর সেই সন্ধি বজায় রাখা আবশ্যক?

কুরআন বলে,

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰي سَوَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ

অর্থ ঃ "আর যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে আশংকা করো, তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথভাবে বাতিল করে দাও। নিশ্চই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদেরকে পছন্দ করেন না।" (সুরা আনফাল ঃ ৫৮)

(২৬) বল হে কুরআন! আর যদি কাফিররা সন্ধিচুক্তিকে ভেঙ্গেই দেয় এবং আমাদের দ্বীন ঈমান নিয়ে বিদ্রূপ করে তাহলে আমরা তখন কি করব?

কুরআন বলে,

وَاِنْ نَكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ

অর্থ, "যদি তারা প্রতিশ্রুতির পর তাদের কৃত শপথ ভঙ্গ করে এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে তাহলে তোমরা যুদ্ধ কর কুফর প্রধানদের সাথে।" (সূরা তাওবা ঃ ১২)

(২৭) বল হে কুরআন! যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যদি কাফিরদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই তাহলে তাদের কি করব?

কুরআন বলে,

حَتّٰيٓ اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰي تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا

অর্থ, "(অতঃপর যখন তোমরা তাদেরকে পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে) তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। তারপর হয়ত তাদের উপর অনুগ্রহ করবে, (মুক্তিপণ ছাড়াই তাদেরকে ছেড়ে দিবে) বা মুক্তিপণ নিবে। (এবং তাদেরকে সর্বদা বন্দী করে রাখবে) যতক্ষণ না তারা তাদের নিজস্ব অস্ত্র পরিত্যাগ করে। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪)

(২৮) বল হে কুরআন! কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে এধরনের জিহাদ আমাদেরকে কতদিন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে?

কুরআন বলে,

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

অর্থ, "কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিৎনা নির্মূল হয় এবং আল্লাহর দ্বীন (পৃথিবীতে) প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৩)

(২৯) বল হে কুরআন! আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যখন আমরা জিহাদে অবতীর্ণ হব তখন মহান আল্লাহ কি আমাদেরকে সাহায্য করবেন? যুদ্ধের ময়দানে আমরা আল্লাহর সাহায্য পাবো তো?

কুরআন বলে,

بَلٰي اِنْ تَصْبِرُوْا وَيَاتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِنْ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

অর্থ, "হ্যাঁ যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর আর তারা যদি তখনই তোমাদের তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর আরোহী পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যার্থে পাঠাতে পারেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১২৫)

(৩০) বল হে কুরআন! আমরা তো দেখি যে, কাফির-মুশরিকরা আমাদের তুলনায় সংখ্যায় অজস্র। অর্থ-সম্পদ রসদ-সম্ভার, যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতি প্রতিরক্ষা শক্তি, সর্বদিক দিয়ে অপ্রতিরোদ্ধ, প্রবল পরাক্রান্ত।

সুতরাং এ অবস্থায় আমরা যদি তাদের সাথে লড়তে যাই তাহলে তো তারা আমাদেরকে একেবারে নিঃশেষ করে দিবে। ধরার বুক থেকে আমাদের নাম নিশানা একেবারে মুছে দিবে। তাহলে এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে কাফিরদের থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করব এবং তাদেরকে পরাস্ত করব?

কুরআন বলে,

لَنْ يَضُرُّوْكُمْ اِلَّا اَذًى وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ

অর্থ, "(কাফিরদের এই বাহ্যিক দাপট ও বিক্রমাদিত্য ভুয়া ফানুস মাত্র তাই) সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের আর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তারপর তারা আর কোন সাহায্যকারী পাবে না।" সূরা আলে ইম্রান ঃ ১১১)

(৩১) বল হে কুরআন! মহান আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য কোন শর্ত আছে কি না? যদি থেকে থাকে তাহলে তা কি?

কুরআন বলে,

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থ ঃ "আর তোমরা ভয় পেয়োনা, চিন্তিত হয়োনা তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।" (সুরা আলে ইমরান ঃ ১৩৯)

(৩২) বল হে কুরআন! মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এধরনের সাহায্য পেয়ে আমাদের পূর্বে কি কেউ বিজয় অর্জন করেছিলো?

কুরআন বলে,

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللهِ

অর্থ, "অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (সহায়-সম্বলহীন) বাহিনী আল্লাহর সাহায্য ও ইচ্ছায় অনেক বড় বড় বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করেছে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪৯)

(৩৩) বল হে কুরআন! যে সকল যুদ্ধে মুসলমানরা এধরনের সাহায্য পেয়ে বিজয় অর্জন করেছিলো এমন কিছু যুদ্ধের কথা বলো তো ?

কুরআন বলে,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

অর্থ ঃ "আর আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন বদরের যুদ্ধে, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।" (সুরা আলে ইমরান ঃ ১২৩)

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ

অর্থ ঃ "অতপর ঃ মুসলমানরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ (বিজয়) নিয়ে (হামরাউল আসাদের যুদ্ধ থেকে) ফিরে এলো এমতাবস্থায় যে, তাদের কোনই অনিষ্ট সাধন হয়নি এবং তারা আল্লাহর ইচছার অনুগত হলো। বস্তুত ঃ আল্লাহর অনুগ্রহ বিশাল।" (সুরা আলে ইমরান ঃ ১৭৪)

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ

অর্থ ঃ "আর আল্লাহ (খন্দকের যুদ্ধে) কাফিরদেরকে তাদের ক্রোধ সহ পরাজিত করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাদের কোনই সফলতা অর্জিত হয়নি। আর যুদ্ধের ক্ষেত্রে আল্লাহই মুমিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। (মুসলমানদেরকে বিজয় দিলেন) আল আল্লাহ শক্তিধর পরাক্রমশালী। (সুরা আহযাব ঃ ২৫)

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ

অর্থ "আর আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিন।" (সুরা তাওবা ঃ ২৫)

(৩৪) বল হে কুরআন! ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম লড়াই বদরের রণক্ষেত্রে মুসলমান এবং কাফিরদের অবস্থান কেমন ছিলো?

কুরআন বলে,

اِذْاَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰي وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ

অর্থ ঃ " আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে রণাঙ্গনের এপ্রান্তে আর তারা (মক্কার মুশরিক সৈন্য বাহিনী) ছিলো সে প্রান্তে। আর কাফেলা তোমাদের থেকে নিচ দিয়ে (সমুদ্রতটবর্তী রাস্তা ধরে) চলে গিয়েছিলো। " (সুরা আনফাল ঃ ৪২)

(৩৫) বল হে কুরআন! আমরা তো জানি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদেরকে নিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদরে জাননি বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা। আর আল্লাহও একটি দলের উপর মুসলমানদের বিজয় দানের ওয়াদা করেছিলেন। তাহলে তিনি আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার উপর মুসলমানদের বিজয় -যা ছিলো সহজসাধ্য- না দিয়ে মক্কার কাফিরদের সাথে যুদ্ধ বাধাতে গেলেন কেন?

কুরআন বলে,

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَي الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُاللّٰهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থ ঃ "আর স্মরণ করো ঐ সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তা'আলা দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে (বিজয় দানের) ওয়াদা করেছিলেন যে তা তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যে, এমনটি যাতে কোন রকম কন্টক নেই তাই তোমাদের ভাগে আসুক। আর আল্লাহ চাচিছলেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে আর কাফিরদের মুলোৎপাটন করতে। (সুরা আনফাল ঃ ৭)

(৩৬) বল হে কুরআন! যদি আমরা সৎ পথে চলতে গিয়ে, জিহাদ করতে গিয়ে কখনও কাফিরদের ভীষণ চক্রান্তের শিকার হয়ে যাই, তাহলে তখন মহান আল্লাহ কি আমাদেরকে উদ্ধার করবেন?

কুরআন বলে,

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ ঃ "অতঃপর আমি বাচিয়ে দেই আমার রাসুলগণকে এবং তাদের সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। আর এমনিকরে মুমিনদেরকে বাচিয়ে দেয়া আমার দায়িত্বও বটে।" (সুরা ইউনুস ঃ ১০৩)

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ ঃ "মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।" (সুরা রূম ঃ ৪৭)

(৩৭) বল হে কুরআন! আমরা যদি তোমার কথামত মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি তাহলে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কি পুরুস্কার দিবেন?

কুরআন বলে,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ؟
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ, "হে ঈমানদ্বারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি দিবে? (তা হল) তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর এবং জিহাদ করবে তার পথে স্বীয় মাল ও জান দ্বারা। আর এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। (এই কাজের ফলে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহসমূহকে মাফ করে দিবেন। এবং তোমাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে, আর চিরকাল জান্নাতে থাকার জন্য, জান্নাতের উত্তম (পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র) ঘরসমুহ তোমাদেরকে দান করবেন। আর এ হচ্ছে বিরাট সফলতা।"
(সূরা সফ্ ঃ ১০-১১)

(৩৮) বল হে কুরআন! এই আয়াতে তো জিহাদকে লাভজনক একটি ব্যবসা বলা হয়েছে, আর ব্যবসার জন্য তো পণ্য ও মূল্য এই দু'টি

জিনিষের প্রয়োজন হয় সুতরাং জিহাদ যদি লাভজনক ব্যবসাই হয়ে থাকে তাহলে তাতে পণ্য ও মূল্য কোথায়?

কুরআন বলে,

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

অর্থ, “নিশ্চইয় আল্লাহ তা’আলা মু’মিনদের থেকে তাদের জান ও মালকে ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।” (সূরা তাওবা ঃ ১১১)

(৩৯) বল হে কুরআন! যখন আমাদের জান মাল জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গেছে তাহলে এখন আমাদের কাজ কি?

কুরআন বলে,

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ

অর্থ, “সুতরাং যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার তুচ্ছ জীবনকে (আল্লাহর কাছে) বিক্রি করে দিয়েছে তাদের উচিত (কাফিরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধকরা।” (সূরা নিসা ঃ ৭৪)

(৪০) বল হে কুরআন! জিহাদের মাধ্যমে কি কেবল জান্নাতই লাভ করা যাবে? না তার সাথে সাথে মহান আল্লাহ তা’আলার ক্ষমা, সন্তুষ্টিও অর্জন করা যাবে?

কুরআন বলে,

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ

অর্থ, “যারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, নিজেদের ঘড় বাড়ি থেকে বহিস্কৃত হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং লড়াই করেছে, অতঃপর মৃত্যু বরণ করেছে, আমি তাদের সকল অপরাধই ক্ষমা করে দেব। তাদেরকে আমি এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। আল্লাহর নিকট এটিই তাদের প্রতিফল আর উত্তম প্রতিফল তো

একমাত্র আল্লাহর নিকটই পাওয়া যেতে পারে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

(৪১) বল হে কুরআন! অনেকেই তো আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা পেতে চায়, এখন তোমার মতে আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে কি করতে হবে? এবং আল্লাহ তা'আলা কাদেরকে ভালবাসেন?

কুরআন বলে,

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

অর্থ, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন তাদেরকে যারা তার পথে সীসাঢালা প্রাচিরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধকরে।"(সূরা সফ ঃ ৪)

(৪২) বল হে কুরআন! আমরা তো দেখি যে কাফির-মুশরিকরাই ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের মধ্যে আরামে আছে। আর আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যদি সত্যিই ভালোবাসেন তাহলে কাফির-মুশরিকদের মতো আমাদের এতো ধন-দৌলত নেই কেন?

কুরআন বলে,

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থ ঃ "আর আপনি তাদের (কাফির-মুশরিকদের) ধন-সম্পদ এবং ছেলে-সন্তানের পাচুর্য্য দেখে আশ্চার্যান্বিত হবেন না। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে দুনিয়ার বুকে আযাবে লিপ্ত রাখতে চান।" (সুরা তাওবা)

(৪৩) বল হে কুরআন! কারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করতে পারে? কারাই বা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হতে পারে? যারা আল্লাহর পথে ঈমান সহকারে জিহাদ করে তারা না যারা জিহাদ ছেড়ে বসে থাকে তারা?

কুরআন বলে,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ, "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী, করুণাময়।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৮)

(৪৪) বল হে কুরআন! আমরা যারা শেষ নবীর উম্মত তারা নাকি সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ও সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। কিন্তু কেন? কোন কাজের বিনিময়ে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ও সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বলে ঘোষণা দিলেন?

কুরআন বলে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

অর্থ, "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে (আর তোমাদের কাজ হলো) তোমরা লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ করবে, আর অসৎকাজে নিষেধ করবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

(৪৫) বল হে কুরআন! যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে না তারা উভয়ে কি মর্যাদার দিক দিয়ে বরাবর?

কুরআন বলে,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ, "গ্রহণীয় ওজর ব্যতিত (জিহাদ থেকে বিরত অবস্থায়) গৃহে অবস্থানকারী মুসলমান এবং আল্লাহর পথে মাল ও জান দ্বারা জিহাদকারী মুজাহিদ (কখনও) এক সমান নয়। যারা স্বীয় মাল এবং জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায়। (কিন্তু যারা জিহাদে যেতে চায় কিন্তু সত্যিকারের অক্ষমতার দরুণ জিহাদে যেতে পারে না তাদের এবং মুজাহিদদের) উভয়ের সাথেই মহান আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। এবং আল্লাহ মুজাহিদদেরকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।" (সূরা নিসা ঃ ৯৫)

(৪৬) বল হে কুরআন! আমল সমূহের মান ও স্তরের ক্ষেত্রে জিহাদের স্তর কোন পর্যায়ে? মসজিদুল হারাম আবাদ করা, হাজীদেরকে পানি সরবরাহকরা, বাইতুল্লাহ শরীফের সংরক্ষণকরা ও এধরনের আরো যত বড় বড় ইবাদত আছে জিহাদের মান ও স্তর কি তার সমান না তারও উপরে?

কুরআন বলে,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

অর্থ, "তোমরা কি হাজীদেরকে পানি সবরাহ ও মসজিদে হারাম আবাদ করা সেই লোকের আমলের সমান মনে কর? যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং জিহাদ করে আল্লাহররাহে? -এরা সকলে আল্লাহর দৃষ্টিতে এক সমান নয়। (অর্থাৎ যারা ঈমান সহকারে আল্লাহর পথে জিহাদকরে, আর যারা হাজীদেরকে পানি পান করায় ও বাইতুল হারাম রক্ষণাবেক্ষণ করে এরা সকলে মর্যাদার দিক থেকে এক সমান নয়) আর আল্লাহ জালিম লোকদের হেদায়াত দান করেন না। যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ

করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই হল কামিয়াব।" (সূরা তাওবা ঃ ১৯-২০)

(৪৭) বল হে কুরআন! আমরা যদি তোমার কথা মতো মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে মৃত্যু বরণকরি তাহলে অন্যান্য সাধারণ মৃতদের মতো আমাদেরকেও কি মৃত বল হবে?

কুরআন বলে,

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

অর্থ ঃ "আর যারা মহান আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলোনা। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পারোনা।" (সুরা বাকারা ঃ ১৫৪)

(৪৮) বল হে কুরআন! যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে কেন মৃত বলবোনা? কেননা, তারা যদি জীবিত হয় তাহলে তাদের জন্য তো রিযকের প্রয়োজন। তাহলে তারা রিযক পায় কোথায়?

কুরআন বলে,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

অর্থ ঃ "আর যারা আল্লাহর পথে মৃত্যু বরণকরে তাদেরকে তোমরা মৃত বলে ধারণাও করোনা। বরং তারা জীবিত এবং স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে রিযক প্রাপ্ত।" (সুরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯)

(৪৯) বল হে কুরআন! আমরা যদি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকরি তাহলে আমাদের গুনাহ সমুহ মাফ হবে কি? মহান আল্লাহ কি আমাদের জীবনের সকল অপরাধ সমুহ ক্ষমা করে দিবেন?

কুরআন বলে,

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

অর্থ ঃ "আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো তবে তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে থাকবে অজস্র ক্ষমা ও রহমত। লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করে এটি তার থেকে উত্তম।" (সুরা আলে ইমরান ঃ ১৫৭)

(৫০) বল হে কুরআন! আমরা আল্লাহর পথে নিহত হলে আমরা জান্নাত পাবো তো?

কুরআন বলে,

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

অর্থ ঃ "আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় আল্লাহ কখনোই তাদের আমল সমুহ বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা সমুহ ভালো করে দিবেন এবং তাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যা তাদেরকে চিনিয়ে দিয়েছেন।" (সুরা মুহাম্মদ ঃ ৪-৬)

(৫১) বল হে কুরআন! যারা মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শহীদ হয় জিহাদ থেকে বিরত অনেকেই তো তাদের সম্পর্কে বলে যে, যদি তারা আমাদের সাথে থাকতো তাহলে তারা তো আর এভাবে মারা যেতোনা। মৃত্যু ভয়ে ভীত লোকদের এধরনের উক্তি তোমার দৃষ্টিতে কেমন?

কুরআন বলে,

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

অর্থ ঃ আর যারা নিযেরা জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে বসে থেকে স্বীয় মুজাহিদ ভাইদের সম্পর্কে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত (জিহাদে

না যেত) তাহলে তারা মারা যেতনা। তাদেরকে বলে দিন যে, এবার তোমরা নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (সুরা আলে ইমরান ঃ ১৬৮)

(৫২) বল হে কুরআন! জিহাদ ও মুজাহিদদের সম্পর্কে এধরণের উক্তি করা মুসলমানদের জন্য উচিত কি না?

কুরআন বলে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا

অর্থ ঃ "হে ঈমানদ্বারগণ! তোমরা তাদের মতো হয়োনা যারা কুফুরী করেছে এবং নিজেদের ভাই ও বন্ধুরা যখন জিহাদে বের হয় তখন তাদের সম্পর্কে বলে যে, যদি তারা আমাদের সাথে থাকতো তাহলে তারা নিহতও হতোনা এবং মারাও যেতনা।" (সুরা আলে ইমরান ঃ ১৫৬)

(৫৩) বল হে কুরআন! আমরা বুঝলাম যে জিহাদের মান ও স্তর অনেক উপরে এবং আমাদেরকেও জিহাদ করতে হবে তবে প্রশ্ন হল এত কষ্ট করে আমাদের জিহাদ করা এবং ফেরেশ্তা দ্বারা আমাদের আবার সাহায্য করা এত কিছুর কি প্রয়োজন? আল্লাহ তা'আলা কি নিজেই কাফিরদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিতে পারেন না? তিনি কি দমিয়ে দিতে পারেন না বুশ-ব্লেয়ার সহ সকল কুফরি শক্তির অন্যায়-অবৈধ আস্ফালন? তাদের অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্য-সামন্ত কি তিনি নিজেই সাগরে নিমজ্জিত করে ধরার বুক থেকে তাদেরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন না? তিনি তো এটা অবশ্যই পারেন; কেননা, তিনি সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী। তাহলে তিনি কেন তা করেন না?

কুরআন বলে,

وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

অর্থ, "আল্লাহ চাইলে নিজেই কাফির-মুশরিকদের থেকে (তাদের অন্যায়-অপরাধ, জুলুম-নির্যাতনের) প্রতিশোধ নিতে পারতেন। (তাদেরকে শাস্তি

দিয়ে ধ্বংস করেও দিতে পারতেন) কিন্তু তিনি একদলের (কাফিরদের) দ্বারা অপর দলের (মুসলমানদের) পরীক্ষা নিতে চান। (অর্থাৎ তিনি দেখতে চান যে কারা কাফির মুশরিক নামধারী জালিমদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। নিজের স্বর্বস্ব নিয়ে জিহাদে আত্মনিয়োগ করে) (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪)

(৫৪) বল হে কুরআন! তাহলে কি আল্লাহ তা'আলা আমাদের দ্বারাই কাফিরদেরকে ধ্বংস করতে চান? তাদের অন্যায় অপরাধের শাস্তি দিতে চান?

কুরআন বলে,

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰي مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

অর্থ, "তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মু'মিন মুসলমানদের অন্তর সমূহকে শান্ত করবেন, তাদের মনের ক্ষোভ সমূহকে দূর করবেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, নিশ্চইয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা ঃ ১৪-১৫)

(৫৫) বল হে কুরআন! মুমিনদের মধ্যে যদি কখনো দ্বন্দ-সংঘাত বেধে যায় তাহলে তখন আমাদেরকে কি করতে হবে?

কুরআন বলে,

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰيهُمَا فَقَاتِلُوْا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰي تَفِيْءَ اِلٰي اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

অর্থ, "মু'মিনদের দুই দল যদি পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দাও। তারপর যদি তাদের একদল

অপর দলের উপর আক্রমণ করে বসে, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তোমরা তাদের মাঝে ন্যায় সংগত ভাবে ফায়সালা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা হুজরাত ঃ ৯)

(৫৬) বল হে কুরআন! যদি কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়, এবং সে তার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে তার জন্য কতটুকু প্রতিশোধ নেয়া বৈধ?

কুরআন বলে,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

অর্থ ঃ "আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও তাহলে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করো যে পরিমাণ আঘাত তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা (প্রতিশোধ না নিয়ে) ধৈর্য্যধারণ করো তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম।" (সুরা নাহল ঃ ১২৬)

(৫৭) বল হে কুরআন! জিহাদ করতে হলে তো তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রস্তুতি ছাড়া তো জিহাদ করা সম্ভব নয়। তাহলে কি আমাদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে হবে?

কুরআন বলে,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

অর্থ, "কাফিরদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) তোমরা যত পার শক্তি অর্জন কর এবং তোমাদের পালিত ঘোড়ার মধ্যে হতে। যাতে করে প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। এবং অপর আরেক দলের উপর যাদেরকে তোমরা চিন না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চিনেন।" (সূরা আনফাল ঃ ৬০)

(৫৮) বল হে কুরআন! অনেকেই তো জিহাদের কথা বলে কিন্তু জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেয় না। তাহলে তাদের এই সকল কথা-বার্তা, ভাব-ভঙ্গি এবং জিহাদ করার আগ্রহ প্রকাশ করে এত গরম গরম বক্তৃতা বিবৃতি কি শধুই ভ্রান্তি আর প্রতারণা? তারা কি সত্যিকারে জিহাদ করতে চায় না।

কুরআন বলে,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

অর্থ, "যদি তারা সত্যিকারে জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা করত তাহলে তারা অবশ্যই জিহাদের জন্য কিছু প্রস্তুতি নিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্থানকে অপছন্দ করলেন ফলে তিনি তাদেরকে জিহাদ হতে নিবৃত রাখলেন এবং বলা হল, 'উপবিষ্ট লোকদের সাথে বসে থাক।" (সুরা তাওবা ঃ ৪-৫)

(৫৯) বল হে কুরআন! আল্লাহ তা'আলা কেন তাদের উত্থানকে অপছন্দ করলেন?

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ

অর্থ, "যদি তারা তোমাদের সাথে জিহাদে বের হত, তবে তারা অনিষ্ট ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করতনা। আর তারা তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করত।" (সূরা তাওবা ঃ ৪৭)

(৬০) বল হে কুরআন! জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পর কি করতে হবে? প্রস্তুতি নেওয়ার পরও কি সর্বদা জিহাদের অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করে রাখতে হবে?

কুরআন বলে,

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

অর্থ, "এবং তারা যেন সর্বদা নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখে।" (সুরা নিসা ঃ ১০২)

(৬১) বল হে কুরআন! আমাদেরকে সর্বদা এধরনের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে কেন? আর কেনই বা সর্বদা সাথে অস্ত্র রাখতে হবে?

কুরআন বলে,

وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَّاحِدَةً

অর্থ, "(কারণ) কাফিররা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র (আত্মরক্ষার হাতিয়ার) থেকে অমনোযোগী থাক যাতে করে তারা একযোগে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।" (সুরা নিসা ঃ ১০২)

(৬২) বল হে কুরআন! যদি কোন সমষ্যার কারণে সাথে অস্ত্র রাখা না যায় তাহলে সেজন্য কি আমাদের গুনাহ হবে?

কুরআন বলে,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًي مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضٰي اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ. وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيْنًا

অর্থ, "তবে যদি বৃষ্টির কারণে (অস্ত্র সাথে রাখতে) তোমাদের কষ্ট হয়, কিংবা তোমরা অসুস্থ থাক তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যগ করায় তোমাদের কোন গুনাহ নেই। কিন্তু (অন্য সকল অবস্থায়) আত্মরক্ষার অস্ত্র তোমাদের সাথেই রেখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা নিসা ঃ ১০২)

(৬৩) বল হে কুরআন! জিহাদের জন্য সমরাস্ত্রের প্রস্তুতির সাথে সাথে আমাদেরকে জিহাদের প্রস্তুতি স্বরূপ আর কি করতে হবে?

কুরআন বলে,

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَي الْقِتَالِ

অর্থ, "হে নবী! আপনি মু'মিনদেরকে ক্বিতাল তথা জিহাদের উপর উদ্বুদ্ধ করুন।" (সূরা আনফাল ঃ ৬৫)

(৬৪) বল হে কুরআন! জিহাদের জন্য আহ্বান করা ও উদ্বুদ্ধ করার পর যদি কেউ সে আহ্বানে সাড়া না দেয়, জিহাদের জন্য এগিয়ে না আসে তাহলে তখন আমাদের কি করতে হবে? আমরা ও কি তাদের মতো জিহাদ বাদ দিয়ে, জিহাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ব?

কুরআন বলে,

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لَاتُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ, "আর তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যাও। নিজের স্বত্ত্বা ব্যতিত অন্যকারো ব্যপারে তোমাকে জবাব দিহি করতে হবে না। এবং তুমি মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাক।" (সূরা নিসা ঃ ৮৪)

(৬৫) বল হে কুরআন! মুসলমানদের জন্য কাফিরদেরকে স্বীয় অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা কি বৈধ?

কুরআন বলে,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ, "মু'মিনগণ যেন অপর মু'মিন ব্যতিত অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ না করে।"

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْاالْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰي اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

অর্থ, "হে ঈমানদ্বারগণ! তোমরা ইহুদী-নাসারাদেরকে নিজ অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না। (কেননা,) তারা একে অপরের অভিভাবক।" (সূরা মায়েদা ঃ ৫১)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْاالْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوْا اللهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থ, "হে ঈমানদ্বারগণ! তোমরা আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্রা বিদ্রূপ করে তাদেরকে এবং কাফির

সম্প্রদায়কে নিজেদের অভিভাবক বানিয়োনা। আর তোমরা (কাফির এবং তোমাদের দ্বীন নিয়ে বিদ্রূপকারীদেরকে অভিভাবক বানানোর ব্যপারে) আল্লাহকে ভয় কর। যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরা, মায়িদা ঃ ৫৭)

(৬৬) বল হে কুরআন! যদি নিজেদের বাপ, ভাইদের মধ্য থেকে কেউ কাফের হয় বা ঈমানের তুলনায় কুফরকে বেশি পছন্দ করে তাহলে তাদেরকেও কি অভিভাবক রূপে গ্রহণ করা যাবে না?

কুরআন বলে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوْاالْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ

অর্থ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করোনা যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে বেশি ভালবাসে।" (সূরা তাওবা ঃ ২৩)

(৬৭) বল হে কুরআন! কাফের ব্যতিত মুসলমানদের অন্য যে সকল শত্রু আছে তাদেরকেও কি অভিভাবক বানানো যাবে না?

কুরআন বলে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ

অর্থ, "হে ঈমানদ্বারগণ! "তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ কর না।" (সুরা মুমতাহিনা ঃ ১)

(৬৮) বল হে কুরআন! কাফেরদেরকে নিজ অভিভাবক বানানো যাবে না তাতো বুঝলাম তাদের সাথে কি বন্ধুত্বও করা যাবে না?

কুরআন বলে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمْ لَايَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. هَاَنْتُمْ اُولَاءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَايُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا

خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. قُلْ مُوْتُوا بِغَيْظِكُمْ اِنَّ اللهَ
عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ. اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ
سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْا بِهَا. وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَايَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ
اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ

অর্থ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতিত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। কেননা, তারা (সুযোগ পেলে) তোমাদর অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করবে না। তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকায়িত রয়েছে তা আরো অনেক গুণ বেশি জঘণ্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদ ভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হলো; যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সক্ষম হও।

দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে তখন তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি, পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের উপর রোষবশঃত আঙ্গুল কামড়াতে থাকে, বলুন তোমরা আক্রোশে মরতে থাক! আল্লাহ (তোমাদের) মনের কাথা ভালই জানেন।

তোমাদের যদি কোন মঙ্গল সাধিত হয়, তাহলে তাদের খারাপ লাগে, আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে তাতে তার আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবেনা। তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে আছে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৮-১২০)

(৬৯) বল হে কুরআন! আজ অনেকেই তো কাফির মুশরিকদেরকে নিজেদের অভিভাবক, সংরক্ষক ও প্রাণ প্রিয় বন্ধু বানিয়ে বসে আছে। নিজ দেশে তাদেরকে ডেকে এনে আদর করে আপ্যায়ন করাচ্ছে। -যারা আজ মহান আল্লাহর নির্দেশ আমান্য করে এসব করছে তাদের ব্যপারে তোমার ফায়সালা কি?

কুরআন বলে,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

অর্থ, "যারা এধরনের জঘন্যতম অন্যায় অপরাধ করবে তারা জালেম।" (সূরা তাওবা ঃ ২৩)

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ, "আর যারা তাদেরকে নিজেদের অভিভাবক, বন্ধু বানাবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা, মায়িদা ঃ ৫১)

وَبَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ, "যারা মুমিন ব্যতিত কাফিরদেরকে স্বীয় বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়ে বসে আছে সেই সকল মুনাফিকদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন।" (সুরা নিসা।)

(৭০) বল হে কুরআন! যারা মুসলমান নাম ধারণ করে বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং স্বজাতীর পিঠে ছুড়ি মারার জন্য সদা সুযোগের সন্ধানে থাকে সেই সকল মুনাফিকদের শাস্তি কি?

কুরআন বলে,

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

অর্থ ঃ "মুনাফিক পুরূষ, নারী এবং কাফিরদের জন্য মহান আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।" (সুরা তাওবা ঃ ৬৮)

(৭১) বল হে কুরআন! জিহাদের জন্য তো অর্থ সম্পদ অতি জরুরি, অত্যাবশ্যকীয় ও অবিচ্ছেদ্য অংশ তাহলে আমাদেরকে কি নিজেদের প্রিয় সম্পদও জিহাদের জন্য দান করতে হবে?

কুরআন বলে,

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

অর্থ, "তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর যে সম্পদে তোমাদেরকে তিনি অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তা থেকে (আল্লাহর পথে) খরচ করো। আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ) ব্যয় করেছে, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে"

(৭২) বল হে কুরআন! যা আমরা জিহাদের কাজে ব্যয় করব, জিহাদের জন্য দান করব তার প্রতিদান আমরা আল্লাহর কাছে আখেরাতে পাবো তো?

কুরআন বলে,

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ

অর্থ, "আর তোমরা যা কিছু দান করে আগে পাঠিয়ে দেবে, তা আল্লাহর কাছে পেয়ে যাবে।" (সুরা মুযাম্মিল ঃ ২০)

(৭৩) বল হে কুরআন! আমাদের দান করা সম্পদের পূর্ণ প্রতিদানই কি আমাদেরকে দেয়া হবে? না কিছু কম করে দেয়া হবে?

কুরআন বলে,

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

অর্থ, "তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছুই খরচ করনা কেন, তার পুরোপুরি বিনিময়ই তোমাদেরকে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের উপর একটুও জুলুম করা হবে না।" (সুরা আনাফাল আয়াত ৬০)

(৭৪) বল হে কুরআন! যদি সেই দান একেবারে ক্ষুদ্র হয় তাহলেও?

কুরআন বলে,

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থ, “আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু (জিহাদের জন্য) ব্যয় করে, এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তার সব কিছুই তাদের নামে লিখে রাখা হয়। যেন আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দিতে পারেন।” (সুরা তাওবা ঃ ১২১)

(৭৫) বল হে কুরআন! আল্লাহর পথে আমরা যে পরিমাণ দান করব আমাদেরকে কি শুধু সে পরিমাণ সওয়াবই দেয়া হবে না আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে?

কুরআন বলে,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অর্থ, “যারা আল্লাহর পথে দান করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি বীজ, যা থেকে সাতটি শীষ বের হয়। এবং প্রতিটি শীষে একশ করে দানা হয়। তবে আল্লাহ যাকে চান (এর চেয়েও আরো) আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।” (সুরা বাকারা ঃ ২৬১)

(৭৬) বল হে কুরআন! দানের ক্ষেত্রে কোন ধরণের বস্তু দান করতে হবে?

কুরআন বলে,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

অর্থ, “কস্মিনকালেও তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে দান কর। আর তোমরা যা ব্যয় করবে আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। (সুরা আল ইম রান ঃ ৯২)

(৭৭) বল হে কুরআন! আল্লাহর পথে দান করে কি আল্লাহর নৈকট্য, রহমত এবং রাসূলের দু'আ লাভ করা যাবে?

কুরআন বলে,

وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۚ

অর্থ, "আর তারা নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য ও তার রাসূলের দু'আ লাভের উপায় বলে গণ্য করে, জেনেরেখ! অবশ্যই তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়, আল্লাহ তাদেরকে সত্তরই নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।" (সুরা তাওবা ঃ ৯৯)

(৭৮) বল হে কুরআন! খাঁটি মুমিন কারা? যারা দান করে তারা না যারা দান না করে কৃপণতা করে তারা?

কুরআন বলে,

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۚ

অর্থ, "সে সমস্ত লোক যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই হলো সত্যিকারের মুমিন, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।" (সুরা আনফাল ঃ ৪)

(৭৯) বল হে কুরআন! আমরা যদি আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করি তাহলে এর দ্বারা কি আল্লাহ তা'আলা আমাদের সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিবেন? আমাদের তো মনে হয় দান করলে সম্পদ কমে যায়?

কুরআন বলে,

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۚ

অর্থ, "স্মরণ করো সেই সময়ের কথা! যখন তোমাদের রব তোমাদের জানিয়ে দিলেন যে, যদি তোমরা আমার নেয়ামত পেয়ে তার শুকরিয়া আদায় করো (আমার নির্দেশিত জিহাদের পথে সম্পদ ব্যয় করো) তাহলে আমি তা আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা সম্পদ পেয়ে অকৃতজ্ঞ

হও (সম্পদ জিহাদের পথে ব্যয় না করে কৃপণতা শুরু করো) তাহলে জেনে রেখ! আমার শাস্তি বড় কঠিন।" (সুরা ইব্রাহিম আয়াত ঃ ৭)

(৮০) বল হে কুরআন! দান করার পর তার সওয়াব অক্ষত ও অপরিবর্তনীয় রাখতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে?

কুরআন বলে,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًي لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থ, "যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে (জিহাদের কাজে) দান করে, অতঃপর যা দান করেছে সে জন্য দয়া ফলায়না এবং খোটাও দেয়না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (সুরা বাকারা আয়াত ঃ ২৬২)

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰي رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ اُولٰئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ

অর্থ, "আর যারা (আল্লাহর রাস্তায়) সাধ্যমত দান করে, তারপর তাদের অন্তর এই ভয়ে কম্পিত থাকে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। তারাই নেক কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। এবং তারাই নেক কাজের প্রতি অগ্রগামী।"

(৮১) বল হে কুরআন! যদি কেউ আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় না করে, জিহাদের কাজে অর্থ-সম্পদ দান না করে কেবল সম্পদ জমা করে রাখে তাহলে তাদের এই অপরাধের শাস্তি কি হবে? এবং তাদের পরিণতি কেমন হবে?

কুরআন বলে,

الَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ اَنَّمَا لَهُ اَخْلَدَهُ. كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ.
وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ؟ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ. الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَي الْاَفْئِدَةِ.
اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ. فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

অর্থ, (আল্লাহর পথে খরচ না করে) "যে লোক ধন-সম্পদ জমা করে রাখে এবং তা গুণে গুণে হিসাব করে রাখে, সে মনে করে, তার সম্পদ চিরদিন তার কাছে থাকবে, কক্ষোণও নয়, সে ব্যক্তিতো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জান সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটি কি? তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার আগুন প্রচন্ডভাবে উত্তপ্ত। যা কলিজা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, লম্বা লম্বা স্তম্ব সমূহে।"(সুরা হুমাযা ঃ ২-৯)

الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمٰي عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰي بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِهِمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُوْنَ

অর্থ, "যারা সোনা-রুপা (অর্থাৎ ধন-সম্পদ) জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর আযাবের সংবাদ দিন। সেদিন (কিয়ামতের দিন) জাহান্নামের আগুনে তা (তাদের জমা করে রাখা ধন-সম্পদ) উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পিঠ, পার্শ্বদেশকে দগ্ধ করা হবে, আর বলা হবে, এগুলোতো তা যা তোমরা জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং (আজ) তোমরা আস্বাদন কর, জমা করার স্বাদ। (সুরা তাওবা ঃ ৩৪-৩৫)

(৮২) বল হে কুরআন! আমরা যদি জিহাদ না করি তাহলে সে জন্য আমাদের কোনো শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে কি না?

কুরআন বলে,

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

অর্থ, "যদি তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদে না বের হও, তাহলে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন। এবং (তোমাদেরকে ধ্বংস করে

দিয়ে) অন্য এক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।" (সূরা তাওবা ঃ ৩৯)

(৮৩) বল হে কুরআন! জিহাদ ছাড়ার কারণে আমাদের উপর যেই শাস্তি আসবে তার ধরনটা কি রকম হবে? তা কি শুধু আখেরাতেই আসবে না দুনিয়াতেও আসবে?

কুরআন বলে,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهِ اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا

অর্থ ঃ "আর যদি আল্লাহ তা'আলা জগৎবাসীর এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে ধ্বংস হয়ে যেতো (খৃষ্টানদের) গির্জা সমুহ, (ইহুদীদের) পেগডোরা, উপসনালয় এবং (মুসলমানদের) মসজিদ সমুহ। যেখানে অধিক হারে আল্লাহর স্মরন করা হয়ে থাকে।"

وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ

অর্থ ঃ "আর যদি আল্লাহ তা'আলা জগৎবাসীর এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে যমীনে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়তো।" (সুরা বাকারা ঃ ২৫১)

(৮৪) বল হে কুরআন! জিহাদ না করলে আমরা কি জান্নাতেও যেতে পারবোনা?

কুরআন বলে,

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থ ঃ "আর তোমরা কি মনে করেছ যে তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা এখনও পর্যন্ত দেখে নেননি যে তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্য ধারণ করেছে।" (সুরা আলে ইমরান ঃ ১৪২)

(৮৫) বল হে কুরআন! অনেকেই তো আজ নিযেদের পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পরিজনের মায়ায় জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রয়েছে - এদের সম্পর্কে তোমার ফায়সালা কি?

কুরআন বলে,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অর্থ ঃ "হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তান, ভাই-বেরাদার, স্ত্রী-পরিজন, অর্জিত সম্পদ, এমন ব্যাবসা তোমরা জিহাদে গেলে যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকার করো, তোমাদের প্রিয় ঘর-বাড়ি, যদি তোমাদের কাছে প্রিয় হয় মহান আল্লাহ তার রাসুল এবং তার পথে জিহাদ করা থেকে, তাহলে তোমরা আল্লাহর আযাব আসার অপেক্ষা করো। আর নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা ফাসেক লোকদেরকে হিদায়াত দান করেন না।" (সুরা তাওবা ঃ ২৪)

(৮৬) বল হে কুরআন! জিহাদের কথা বললে অনেকেই তো অব্যাহতি চায়, বিভিন্ন ওজর দেখায় যারা এধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত তাদের ঈমান কোন পর্যায়ের?

কুরআন বলে,

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

অর্থ ঃ "যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তারা কখনো নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা হতে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না।" (সুরা তাওবা ঃ ৪৪)

(৮৭) বল হে কুরআন! তোমার কথা থেকে বুঝতে পারলাম যে, যেই ব্যাক্তি মহান আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে কখনও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ থেকে বিরত থাকতে পারেনা এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকা, অব্যাহতি কামনা করা এটা কোন মুমিন মুসলমানের কাজ নয়। তাহলে এই জিহাদ হতে অব্যাহতি কামনা করা জিহাদ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুমতি কামনা করা এটা কাদের কাজ?

কুরআন বলে,

إِنَّمَا يَسْتَئْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ

অর্থ ঃ "নিশ্চই জিহাদের ব্যাপারে কেবল তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করে তারাই যারা আল্লাহ ও পরকালের ব্যাপারে বিশ্বাসী নয়। আর তাদের মন সন্দেহ-সংশয় যুক্ত হয়ে পড়েছে, তাই তারা আপন সংশয়ে সন্দিহান।" (সুরা তাওবা ঃ ৪৫)

(৮৮) বল হে কুরআন! তারা কি বুঝেনা যে জিহাদে অবতীর্ন হওয়ার মাঝেই তাদের জন্য কল্যাণ আর সমৃদ্ধি, আর জিহাদ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য ধ্বংস আর বরবাদী। জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দিবালোকের ন্যায় এমন সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তারা জিহাদ হতে অব্যাহতি চায় কেন? জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতিই বা প্রার্থনা করে কেন?

কুরআন বলে,

رَضُوْا بِاَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ

অর্থ ঃ "তারা জিহাদ থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারী (ছোট ছেলে, মেয়ে আর নারী) দের সাথে বসে থাকাকেই পছন্দ করেছে। আর তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, তাই তারা বুঝেনা।" (সুরা তাওবা ঃ ৮৭)

(৮৯) বল হে কুরআন! যারা সত্যিকারে জিহাদে যেতে অক্ষম, জিহাদ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য সত্যিই যাদের নেই জিহাদ তরক করার কারনে তারাও কি উক্ত আযাবে নিপতিত হবে?

কুরআন বলে,

لَيْسَ عَلَي الْاَعْمٰي حَرَجٌ وَّلَا عَلَي الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَي الْمَرِيْضِ حَرَجٌ

অর্থ ঃ "অন্ধ, খঞ্জ এবং অসুস্থদের উপর জিহাদ তরক করার কারণে কোন অপরাধ নেই।" (সুরা মুহাম্মদ ঃ ১৭)

لَيْسَ عَلَي الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَي الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ

অর্থ ঃ "দুর্বলদের উপর এবং ঐসমস্ত লোকদেরও (জিহাদ ছাড়ার কারণে) কোন অপরাধ যাদের জিহাদে যাওয়ার সামর্থ্য নেই।" (সুরা তাওবা ঃ ৯১)

(৯০) বল হে কুরআন! তবে কারা জিহাদ ছাড়ার কারণে মহান আল্লাহর আযাব ও গযবে নিপতিত হবে? কাদের উপর মহান আল্লহর ক্রোধ আপতিত হবে?

কুরআন বলে,

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَي الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءُ رَضُوْا بِاَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ ঃ "আর (জিহাদ ছাড়ার কারণে) অভিযোগ তো তাদের উপর, যারা সত্যিকারে জিহাদের ব্যাপারে সক্ষম হওয়া সত্তেও জিহাদ থেকে বিরত থাকার জন্য আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করে। আর তারা জিহাদ থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারী (ছোট ছেলে, মেয়ে আর নারী) দের সাথে বসে থাকাকেই পছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলাও তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। তাই তারা কিছু জানে না।" (সুরা তাওবা ঃ ৯৩)

وَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِيْنَ

অর্থ ঃ "আর যখন এই মর্মে কোন সুরা অবতীর্ন হয় যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনো এবং তার রাসুলের সাথে জিহাদ করো তখন (জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে) সক্ষম লোকেরা আপনার কাছে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং বলে আমাদেরকে ছেড়ে দিন আমরা বসে থাকা লোকদের সাথে বসে থাকি।" (সুরা তাওবা ঃ ৮৬)

(৯১) বল হে কুরআন! অনেকেই তো মনে করে যে জিহাদে গেলে মরে যাবে। তাই তারা জিহাদ থেকে পালিয়ে বাচতে চায়। এধরণের লোকদের সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?

কুরআন বলে,

قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থ ঃ "বলুন তোমরা যদি মৃত্যু এবং নিহত (হওয়ার ভয়ে জিহাদ থেকে) পলায়ন করো, তাহলে এ পলায়ন তোমাদের কোন কাজে আসবে না।"

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ

অর্থ ঃ "তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন (নির্ধারিত সময়ে) মৃত্যু তোমাদেরকে অবশ্যই গ্রাস করবে। যদি তোমরা সুদৃঢ় কিল্লার মধ্যেও অবস্থান করো না কেন।"

(৯২) বল হে কুরআন! আমরা তো প্রতিদিনই কাফির-মুশরিকদের বিশাল সমরায়জনের সংবাদ পাচিছ। এর ফলে অনেক মুসলমান ভয় পেয়ে জিহাদ থেকে দুরে সরে যাচেছ, আবার অনেকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত লোকদেরকেও ভয় দেখাচেছ। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

কুরআন বলে,

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

অর্থ ঃ "(ঐ সমস্ত লোকদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান) যাদেরকে লোকেরা বলে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য কাফিররা বহু সাজ-সরঞ্জাম একত্রিত করছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো। (কিন্তু এই সংবাদ শোনার পর) তখন তাদের ঈমান ও বিশ্বাস আরও বেড়ে যায় এবং তারা বলে যে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি কতইনা চমৎকার কর্ম বিধায়ক।" (সুরা আলে ইমরান ঃ ১৭৩)

(৯৩) বল হে কুরআন! মহান আল্লাহর পথে জিহাদে যেতে যারা মানুষদেরকে বাধা দেয় তাদের শাস্তি কি ধরনের?

কুরআন বলে,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই যারা কুফুরী করেছে এবং আল্লাহর পথে যেতে লোকদেরকে বাধা দান করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের সব আমল বরবাদ করে দেন।" (সুরা মুহাম্মদ ঃ ১)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই যার কুফুরী করে এবং মহান আল্লাহর পথে যেতে লোকদেরকে বাধা দান করে অতঃপর কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।" (সুরা মুহাম্মদ ঃ ৩৪)

(৯৪) বল হে কুরআন! যুদ্ধের মাধ্যমে যদি আমাদের হাতে কোন গনীমত অর্জিত হয় তাহলে তা ভক্ষণ করা, তা ব্যবহার করা আমাদের জন্য বৈধ হবে কিনা?

কুরআন বলে,

وَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا

অর্থ ঃ "আর তোমরা যুদ্ধের মাধ্যমে যে গণীমত লাভ করেছো তা থেকে আহার করো কেননা, তা হালাল ও পবিত্র।"

(৯৫) বল হে কুরআন! যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গণীমতের সবটাই কি আমরা ভোগ করতে পারব না এক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন বিধান রয়েছে?

কুরআন বলে,

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى

অর্থ ঃ "যেনে রাখো! যে, তোমরা যুদ্ধের মাধ্যমে গণীমত সরূপ যা লাভ করেছো তার থেকে এক পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহ ও তার রাসুলের (আর বাকি চার অংশ জিহাদকারী মুজাহিদদের।)"

(৯৬) বল হে কুরআন! ইউরোপ-আমেরিকা, পাশ্চাত্য সভ্যতা জিহাদকে সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করে তার থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদেরকে সবক দিচেছ। তাদের সাথে তাল মিলিয়ে অনেক মুসলমানও জিহাদে যেতে বারণ করছে। অপরদিকে কুরআন ও হাদীসে মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এখন আমরা কার কথা মানব, কার নির্দেশের অনুসরণ করবো?

কুরআন বলে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার উলিল আমর (ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ)-এর অনুসরণ করো।" (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

(৯৭) বল হে কুরআন! এরপর যদি কখনো কোন বিষয় নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে আমরা সমাধানের জন্য কার কাছে যাবো?

কুরআন বলে,

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থঃ "এরপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে (ফায়সালার ব্যাপারে) দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে যাও, তাহলে তা তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে উত্থাপন করো। যদি তোমরা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমানদ্বার হও।" (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

(৯৮) বল হে কুরআন! জিহাদের সফরে পথিমধ্যে সন্দেহ যুক্ত কোন লোক পরলে তখন কি করতে হবে? তাকে কি তখন আমরা কাফির মনে করে হত্যা করতে পারব?

কুরআন বলে,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقٰى إِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

অর্থ ঃ "হে ঈমানদ্বারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদের সফরে বের হও (তখন প্রতিটা বিষয়) ভালভাবে যাচাই করো এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে (অর্থাৎ নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে) তাকে বলোনা যে তুমি মুসলমান নও। (অর্থাৎ অমুসলিম মনে করে তাকে হত্যা করোনা।)" (সুরা নিসা ঃ ৯৪)

(৯৯) বল হে কুরআন! যুদ্ধের ময়দানে ভয়-ভীতি এবং আশা জনক কোন সংবাদ এলে তা কি সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যাবে? না আমীরের সামনে উপস্থাপন করতে হবে?

কুরআন বলে,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلٰى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ إِلَّا قَلِيْلًا

অর্থ ঃ "আর যখন তাদের কাছে ভয় কিংবা শান্তি সংক্রান্ত কোন সংবাদ পৌছে, তখন তারা সে গুলোকে রটিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে যদি তারা সেগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা তাদের নেতৃবৃন্দের কাছে পৌছাতো তাহলে সুক্ষ্ম বিচার শক্তির অধিকারী ব্যাক্তিগণ বিষয়টি উদ্ঘাটন করে দেখতে পারত। বস্তুত ঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর না থাকতো তবে তোমরা অল্প সংখ্যক

ছাড়া বাকি সকলেই শয়তানের অনুসরণ করা শুরু করতে।" (সুরা নিসা ঃ ৮৩)

(১০০) বল হে কুরআন! যুদ্ধের ময়দানে সন্দেহ যুক্ত কোন ব্যাক্তি যদি কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে সে সম্পর্কে যাচাই-বাছাই না করেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে কি না?

কুরআন বলে,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

অর্থ ঃ "হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা বিষয়টিকে যাচাই করে দেখবে। যাতে করে অজ্ঞতা বশত ঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন করে না বসো এবং পরে তার জন্য অনুতপ্ত হও।" (সুরা হুজুরাত ঃ ৬)

বিভ্রান্তি সৃষ্টিকর কিছু প্রশ্ন এবং তার সহজ সমাধান

১ নং প্রশ্ন ঃ জিহাদ অর্থ তো চেষ্টা-সাধনা করা। সুতরাং যুদ্ধের ময়দান ছাড়া দ্বীনের অন্যান্য লাইনে চেষ্টা-সাধনা করলে তাকে জিহাদ বলা হবে না কেন? এবং তার মাধ্যমে জিহাদের ফরজ আদায় ও সওয়াব অর্জন সম্ভব নয় কেন?

উত্তর ঃ ইসলামী শরীয়তে যত ধরনের ইবাদত রয়েছে, তার তার প্রত্যেকটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো সেই ইবাদত আদায় করার সময় তার জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পারিভাষিক অর্থ অনুযায়ী করা। এক্ষেত্রে শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং জিহাদ যেহেতু ইসলামের মহান একটি ইবাদত তাই এর জন্যেও শরীয়ত নির্ধারিত পারিভাষিক অর্থ মেনে চলতে হবে এবং জিহাদের ফরজ আদায়ের জন্য ও সওয়াব অর্জনের জন্য পারিভাষিক অর্থে যাকে জিহাদ বলে তাই করতে হবে। আর পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়-

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) -এর মতে,

اَلْجِهَادُ بَذْلُ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ بِالْقِتَالِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

অর্থ, 'জিহাদ হলো আল্লাহর পথে জান, মাল, জবান ইত্যাদির সর্বশক্তি দিয়ে (কাফিরের মোকাবেলায়) যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।' (বাদায়ে ওয়াস সানায়ে, ৬ষ্ট খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে,

اَلْجِهَادُ بَذْلُ الْجُهْدِ فِيْ قِتَالِ الْكُفَّارِ لِاِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ

অর্থ, 'জিহাদ হলো আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার জন্য কাফিরদের মোকাবেলায় যুদ্ধের ময়দানে সর্বশক্তি ব্যয় করা ।' (ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৭ম খন্ড, ৪র্থ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালেক (রহঃ) এর মতে,

اَلْجِهَادُ قِتَالُ الْمُسْلِمِ كَافِرًا غَيْرَ ذِيْ عَهْدٍ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ

অর্থ, 'জিহাদ হলো যে সকল কাফেরদের সাথে মুসলমানরা চুক্তিবদ্ধ নয় তাদের সাথে যুদ্ধ করা।' (আশ-শারহুস সগীর, বাবুল জিহাদ)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর মতে,

اَلْجِهَادُ قِتَالُ الْكُفَّارِ

অর্থ, 'জিহাদ হলো কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা।' (মাতালিবুন্নুহা)

জিহাদ সম্পর্কে উপরে বর্ণিত মুসলমানদের জন সর্বজন স্বীকৃত চার মাযহাবের চার ইমামের বক্তব্য থেকে এটাই সু-স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, জিহাদ হলো কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা।

এছাড়াও সহীহ বুখারীর বিখ্যাত 'শরাহ ইরশাদুস সারী' (৫/৩১) গ্রন্থে বলা হয়েছে, জিহাদ হলো ঃ 'ইসলামের হিফাজত এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে কাফিরদের সাথে লড়াই করা।' (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/১)

উপরোল্লেখিত আলোচনার দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হলো যে, শাব্দিক অর্থে যদিও যে কোন ধরনের চেষ্টা-সাধনাকেই জিহাদ বলা হয়। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে যেহেতু কেবল মাত্র যুদ্ধকেই জিহাদ বলা হয়। তাই এখন জিহাদের ফরজ আদায় করতে হলে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ন হতে হবে।

২ নং প্রশ্ন ঃ জিহাদ তো ফরজে কিফায়া। সুতরাং আমরা জিহাদে অংশ গ্রহণ না করলে আমাদের গুনাহ হবে কেন?

উত্তর ঃ ইসলামী শরীয়তের ভাষ্যমতে ফরজ প্রথমত দুই প্রকার ঃ (১) ফরজে কিফায়া (২) ফরজে আইন।

ফরজে কিফায়া বলা হয় ঐফরজকে যা সমস্ত মুসলমানের উপরই ফরজ হয়, তবে মুসলমানদের যথেষ্ট পরিমাণ লোক সেই ফরজটিকে আদায় করে নিলে সমস্ত মুসলমানের উপর অর্পিত সেই ফরজটি আদায় হয়েছে বলে গণ্য হয়। যেমন, জানাযার নামায, এ'তেকাফ ইত্যাদি। আর ফরজে আইন বলা হয় ঐ ফরজকে যা সকল মুসলমানের উপর ফরজ হয় এবং সকল মুসলমানকেই তা আদায় করতে হয়। এর মধ্যে থেকে যদি কোন একজন সে ফরজটি আদায় না করে তাহলে সে জন্য তাকে গুনাহগার হতে হয়। যেমন নামায, রোযা, ইত্যাদি। এখন কথা হলো জিহাদ কখন ফরজে কিফায়া থাকে আর কখন ফরজে আইন হয়। যুদ্ধ-জিহাদ সাধারণত দু'ধরণের হয়ে থাকে ঃ

(১) ইকদামী বা আক্রমণাত্মক। (২) দিফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক।

এই দুই প্রকারের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ আত্মরক্ষা বা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত সর্ব সময়ে সকল স্থানে এবং সর্বাবস্থায় শুধুমাত্র ইসলামী আমীরের অনুমোদন শর্তে ফরজে আইন। অর্থাৎ যদি কখনো কাফিররা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করে, তাহলে আক্রান্ত সেই দেশের সকল মুসলমানের উপর আক্রমণকারী আগ্রাসী কাফিরদের মোকাবেলায় সর্বাত্মকভাবে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়া ফরজে আইন।

আর ইকদামী জিহাদ বা আক্রমণাত্মক জিহাদ অর্থাৎ মুসলমানদের উপর কাফিররা আক্রমণ না করা অবস্থায় কাফিরদের উপর আক্রমণ করে জিহাদ করা কখনো ফরজে কিফায়া থাকে, আবার কখনো ফরজে আইন হয়ে যায়। এটা ফরজে কিফায়া থাকবে ঐসময় পর্যন্ত, যতক্ষণ ইসলামের শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বিশ্বের যে সকল স্থান মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে এবং তাতে একবার ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে, সে সকল

স্থান মুসলমানদেরই কর্তৃত্বাধীন থাকবে এবং তাতে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা চলতে থাকবে, সাথে সাথে ইসলামের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর কোন নির্যাতন-নিপীড়নের সংবাদ না আসবে এবং কাফেররা তাদের রাষ্ট্রে (যা কোনদিন মুসলমানদের আয়ত্তে ছিল না) নিজেদের ধর্ম পালন করবে, মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে ট্যাক্স দিবে এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা তো দূরের কথা ইসলামের ছোট থেকে ছোট কোন একটা সাধারণ বিধানের দিকেও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে না তাকাতে পারলে তখন জিহাদ ফরজে কিফায়া থাকে।

যদি বিশ্বে এধরনের অবস্থা বিরাজ করতে থাকে এবং এ অবস্থা চলাকালীন সময়ে যদি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর কোন একটিও পাওয়া যায় তাহলে তখন সাথে সাথেই জিহাদ ফরজে কিফায়া থেকে ফরজে আইন হয়ে যায়।

(১) যদি কাফিররা কোন মুসলিম রাষ্ট্রে বা মুসলিম জনবসতিতে আক্রমণ করে।

(২) কাফিররা যদি কোন একজন সাধারণ মুসলমানকেও বন্দী করে এবং তার উপর নির্যাতন চালায়।

(৩) যদি কোন কাফির রাষ্ট্র সৈন্য-মহড়ার আয়োজন করে বা বিপূল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে।

(৪) ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে যে সকল ভূমি একবার মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে, সে সকল ভূখন্ডের এক বিঘত বা সামান্য কিছু অংশও যদি কাফিররা দখল করে নেয়।

(৫) ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর যদি 'নফীরে আম' বা সকল মুসলমানকে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়।

(ফাতওয়ায়ে শামী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৪২-২৪৩। ফাতওয়ায়ে আলমগিরী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫৯)

উপরোক্ত বিষয়সমূহের কোন একটা বিষয় সংঘঠিত হওয়ার সাথে সাথেই শুধুমাত্র ইসলামী আমীরের অনুমোদন শর্তে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। সর্ব প্রথম আক্রান্ত দেশের মুসলমানদের উপর অতঃপর যদি তারা কুলিয়ে উঠতে না পারে তাহলে তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মুসলমানদের উপর এমনিভাবে এক সময় সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের উপরে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। আর উপরোক্ত শর্তের উপস্থিতিতে যে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদানী যিন্দেগীতে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবদ্দশায় যখনি জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার কোন একটা কারণ লক্ষ্য করেছেন, সাথে সাথে সাহাবাদেরকে সাথে নিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলোঃ

(১) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় দীর্ঘ ১৩ বৎসর যাবত অক্লান্তভাবে দ্বীনের মেহনত করার পর পরিশেষে মক্কাবাসীদের ব্যপারে নিরাশ হয়ে ১ম হিজরী সনের ১২ই রবিউল্ আওয়াল মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসেই কুরআন সুন্নাহর আলোকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় হিজরী সনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পান যে, মক্কার কাফেররা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার অধিবাসী সকল মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার লক্ষ্যে, মদীনায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে ৩০০০ জনের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়েছে এবং অতি দ্রুত বেগে ছুটে আসছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই মক্কার কাফেরদেরকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার জন্য ১হাজার সাহাবীর এক ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন। যার ফলশ্রুতিতে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে

ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই উহুদ যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার প্রধান কারণ ছিল, কাফির বাহিনী মুসলিম রাষ্ট্র মদীনায় আক্রমণ করতে আসছিল। আর আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, ইসলামী রাষ্ট্র নিরাপদ থাকা অবস্থায় যখন জিহাদ ফরজে কিফায়া থাকে তখন যদি কোন কাফির বাহিনী মুসলিম রাষ্ট্রে আক্রমণ চালায় তাহলে তখন সাথে সাথেই জিহাদ ফরজে কিফায়া থেকে ফরজে আইন হয়ে যায়। সুতরাং মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের উপর যখন কাফিররা আক্রমণ করার জন্য আসছিল এবং তাদের হামলা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, নিয়ম অনুযায়ী তখনই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গিয়েছিল। যার কারণে তখন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সাহাবীদেরকে নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

(২) যে সকল শর্তের কোন একটির উপস্থিতিতে জিহাদ ফরজে কিফায়া থেকে ফরজে আইন হয়ে যায়, তার মধ্যে একটি ছিল, কাফিরদের হাতে কোন একজন সাধারণ থেকে সাধারণ মুসলমানও বন্দী হওয়া এবং তাদের হাতে নির্যাতিত হওয়া। ৬ষ্ঠ হিজরী সনে সংগঠিত হয়েছিল 'বাই'আতে রিদওয়ান'। আর এই বাই'আতে রিদওয়ান' সংগঠিত হয়েছিল একজন মুসলমানের কাফিরদের হাতে বন্দী ও নির্যাতিত হওয়াকে কেন্দ্র করে। আর তিনি হলেন হযরত ওসমান (রা.)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পারলেন যে, মক্কার কাফির কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.) কে বন্দী করেছে এবং তার উপর নির্যাতন করে তাকে হত্যা করে ফেলেছে -যদিও হযরত ওসমান রা. নিহত হওয়ার সংবাদ সত্য ছিল না- তখন সাথে সাথেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মাত্র ওসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সর্ব প্রথম নিজে আমরন জিহাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারপর সঙ্গে অবস্থানরত ১৪শত সাহাবীর সকলের কাছ থেকে

সেই একই অঙ্গীকার গ্রহণ করতে শুরু করেন। একজন মাত্র মুসলমান হযরত ওসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ১৪শত সাহাবীর সকলেই আমরন জিহাদের উপর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা এটাই প্রমাণ করে যে, জিহাদ তখন ফরজে আইন হয়ে গিয়েছিল। কেননা, যদি তখনো জিহাদ ফরজে কিফায়াই থাকত তাহলে নবী সহ সকল মুসলমান এক সাথে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বরং কিছু সংখ্যক মুসলমানের একটি দল প্রেরণ করাই যথেষ্ট ছিল।

(৩) জিহাদ ফরজে কিফায়া থেকে ফরজে আইন হওয়ার তৃতীয় কারণ ছিল, কোন কাফির রাষ্ট্র বা কুফরী রাষ্ট্র সমরাস্ত্রের আয়োজন করা বা সৈন্য মহড়া করা। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করে নেন, এবং মক্কার কাফিররা অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন হঠাৎ একদিন তিনি শুনতে পান যে, আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াজেন গোত্র মুসলমানদের উত্তরোত্তর বিজয় ও শক্তিবর্ধনের বিষয়টিকে নিজেদের জন্য ভয় ও শংকার কারণ মনে করছে। এবং হিংসা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের বিজয়াভিযান রুখার জন্য মালেক বিন আউফের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। হাফেজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) এর মতে যাদের সংখ্যা ছিল ২৪ বা ২৬ হাজার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাতে অবস্থান করা অবস্থায়ই যখন বিশ্বস্থ ও সঠিক সূত্রে বনু হাওয়াজেন গোত্রের এই বিশাল সৈন্য মহড়া ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির সংবাদ জানতে পারলেন, তখন তিনি সাথে সাথেই এদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। এবং হযরত আত্তাব ইবনে আসাদ (রা.) কে মক্কার গভর্ণর নির্ধারণ করে কুরাইশদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ধার স্বরূপ

গ্রহণ করেন। তারপর অষ্টম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শুক্রবার এক বিশাল ইসলামী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ইমাম যুহরীর মতে যাদের সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার। অতঃপর ইসলামী সেনাবাহিনী মক্কা থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত 'হোনাইন' নামক স্থানে পৌছলে পড়ে বনু হাওয়াজেন গোত্রের লোকদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিম সেনাবাহিনী কাফিরদের চতুর্মূখী আক্রমণের কারণে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও পরিশেষে মুসলমানরাই জয়লাভ করে। এবং কাফিররা তাদের ২৪ হাজার উট, ২৪ হাজার বকরী, ৪ হাজার উকিয়া, এবং আপন পরিবার পরিজন সহ সকল মালামাল ফেলে রেখেই পলায়ন করে।

(৪) নবম হিজরীর রজব মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় রাসূলের জীবনের সর্বশেষ জিহাদ 'গাযওয়ায়ে তাবুক'। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, মূতার যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে পরাজিত রোমান খৃষ্টানরা মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করার আগ্রহ নিয়ে মদীনা থেকে ২২৪ মাইল দূরে সৈন্য সমাবেশ করছে। একথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমানদের বিরুদ্ধেও জিহাদ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন। এবং আবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে এই জিহাদের জন্য 'নফীরে আম' বা সকল মুসলমানের জন্য এই জিহাদে অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে ব্যপক ঘোষণা জারী করেন। যার ফলে জিহাদে যেতে সক্ষম সকল মুসলমান সাহারী রাসূলের এই ডাকে সাড়া দিয়ে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হন। আবশেষে যুদ্ধ প্রস্তুতি শেষ হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে মদীনার গভর্ণর নির্ধারণ করে যুদ্ধোপযোগী সকল সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাবুক অভিমূখে রওয়ানা হন। জিহাদের ব্যপারে মুসলমানদের উৎসাহ-

উদ্দীপনা এবং এত ব্যপক ভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা দেখে রোমান খৃষ্টানরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধ না করেই পলায়ন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে ২০ দিন অবস্থান করে কোন যুদ্ধ ছাড়াই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মুসলিম আমীরের 'নফীরে আম' এর দ্বারা যে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই জিহাদ হতে। কেননা, এই জিহাদে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'নফীরে আম' ঘোষণা করেছিলেন আর 'নফীরে আম' দ্বারা যেহেতু জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় তাই যারা বিনা ওজরে এই জিহাদে যাওয়া হতে বিরত ছিল, জিহাদ শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেই তাদের সকলকে ফরজে আইন তরক করার কারণে কঠোর শাস্তি দেন।

আমার প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! এবার একটু চিন্তা করুন, উপরোক্ত আলোচনার সাথে বর্তমান বিশ্বের চলমান পরিস্থিতি মিলিয়ে নিন। এবং ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখুন তো, বর্তমানে জিহাদ ফরজে কিফায়া থাকার কোন সামান্যতম কারণও খুঁজে পাওয়া যায় কি না!

জিহাদ ফরজে কিফায়া থাকার জন্য শর্ত ছিল সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র নিরাপদ থাকা ও তাতে ইসলামী খিলাফত চালু থাকা। বর্তমানে পৃথিবীতে কোনো মুসলিম দেশে ইসলামী খিলাফত কায়েম আছে কি?

আর কোন দেশের মুসলমানরাই বা কাফেরদের নির্যাতনের শংকা থেকে নিরাপদ রয়েছে?

যাও একটি রাষ্ট্র আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত ছিল তাও অন্যসব মুসলমানদের চরম উদাসীনতা ও মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের গাদ্দারী আর বেঈমানীর কারণে আজ আর সেখানেও ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত নেই। যদি একথা ধরে নেওয়াও হয় যে, হ্যাঁ ইসলামী দেশগুলো নিরাপদ রয়েছে এবং তাতে ইসলামী খিলাফত চালু আছে, তাহলে তারপরও যে সমস্ত শর্তের উপস্থিতিতে জিহাদ ফরজে কিফায়া থেকে ফরজে আইন

হয়ে যায়, তার সবগুলো শর্তই আজ বিদ্যমান। বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন আরাকান, কাশ্মীর, আফগানিস্তানসহ বহু মুসলিম ভূখন্ডে কাফিররা আজ আক্রমণ করে তাতে কাফেররা জেঁকে বসেছে। সেখানে মুসলমানদের রক্তের দরিয়া বহাচ্ছে। প্রতিটা কাফের রাষ্ট্রের কয়েদখানায় আজ অসংখ্য-অগণিত মজলুম মুসলমান বন্দিত্বের অসহনীয় কষ্ট ভোগ করছে।

হযরত ওমর (রাঃ) এর যুগে অর্ধেক পৃথিবী মুসলমানদের করতলগত ছিল। মুসলমানরা ছিল অর্ধজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি। আর আজ, কয়টি দেশ মুসলমানদের অধীনে আছে? কাফির মুশরিকরা বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের ভূখন্ডগুলোকে অবৈধভাবে দখল করে নিয়ে এখন তারা নিজেরাই সেখানকার জমিদার বনে গেছে।

ইদানীংকালের বিশ্বের খবরাখবর যারা রাখেন, তারা সকলে একথা খুব ভালভাবেই জানেন যে, কাফির রাষ্ট্রগুলো তাদের মিত্র দেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করছে, তারা পারমাণবিক বোমার মতো ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিশাল মওজুদ গড়ে তুলছে। -এত সকল শর্তের উপস্থিতিতেও কি জিহাদ ফরজে আইন হয় নি।

এখন হয়তো অনেকে প্রশ্ন তুলবেন যে, বুঝলাম জিহাদ ফরজে আইন কিন্তু জিহাদ তো আর এমনিতেই হয় না এবং ইচ্ছা করলেই তো কারো সাথে মারামারি বাঁধিয়ে জিহাদ করা যায় না। বরং জিহাদ হওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয় অতীব প্রয়োজনীয়। যেমনঃ

১ জিহাদের জন্য আমীর লাগবে।

২ ইসলামী সেনাবাহিনী হতে হবে।

৩ পরিবেশ পরিস্থিতি এবং ক্ষেত্র লাগবে।

৪ যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে।

সুতরাং বর্তমানে যেহেতু এই সকল বিষয় আমাদের সমাজে বিদ্যমান নেই তাই আমরা জিহাদ করতে পারছি না।

এর উত্তরে বলব ঃ হ্যাঁ, আপনি জিহাদের জন্য যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সে সকল বিষয় জিহাদ করতে হলে অবশ্যই দরকারী। আর এর সব গুলোই আজ বিদ্যমান। আর তা এ ভাবে যে,

১ জিহাদের জন্য আমীর লাগবে। কথা ঠিক আছে। আর এই আমীর থাকা জিহাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব পূণও বটে। কেননা, আমীর ব্যতীত জিহাদ করা যায়না। কিন্তু কথা হল, এই আমীর কে হবেন?

শুধু জিহাদের ক্ষেত্রেই নয় বরং প্রতিটি কাজের বেলায় এবং প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে আমীর হওয়ার জন্য অপরিহার্য্য শর্ত হলো ঃ নির্ধারিত বিষয়ের জন্য আমীরের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা এবং পর্যাপ্ত যোগ্যতা থাকা। এবং এক বিষয়ের বিষয়ের জ্ঞানী পন্ডিত -সে তার বিষয়ে যত বড় জ্ঞানী আর অভিজ্ঞই হোক না কেন- অপর বিষয়ের ক্ষেত্রে (যার পর্যাপ্ত জ্ঞান তার নেই) আমীর বা নেতা হতে পারবে না।

উদাহরণত ঃ কৃষি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যিম্মাদার বা আমীর হতে হলে অবশ্যই তাকে কৃষি পণ্য, বীজ বপণ, সেচ কার্য, মাটি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং এজাতীয় অন্যান্য বিষয়ের উপর অভিজ্ঞ হতে হবে।

তেমনি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের জন্যও সেই ব্যক্তিকেই আমীর বা নেতা নির্বাচন করতে হবে, যিনি অর্থ সম্পদ লেন-দেন, আন্তরজাতীক বাণিজ্য নীতি, ব্যংকিং ব্যবস্থা, এবং অর্থ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয়ের পান্ডিত্যের অধিকারী। -এখন কৃষি মন্তণালয়ের দায়িত্ব যদি অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের পন্ডিত ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া হয় এবং অর্থ মন্তণালয়ের দায়িত্ব কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে এই উভয় মন্তণালয় যে অতি দ্রুতই নিঃশেষ ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাতে কোন বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই।

ঠিক তদ্রূপ জিহাদের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও এমন ব্যক্তিকে আমীর নির্ধারণ করতে হবে, যিনি যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শি, সামরীক কুট-কৌশলে অভিজ্ঞ, শত্রু বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা ও তাদের উপর জবাবী হামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, সামরীক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির অধিকারী। এবং এক্ষেত্রে যে আমীর হবে তাকে এসকল বিষয়ের

পাশাপাশি অবশ্যই কুরআন হাদীসের উপর গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে। থাকতে হবে ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে প্রচুর গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং যুদ্ধ জিহাদের পরিবর্তনশীল প্রতিটি ক্ষেত্র ও পর্যায়ের করণীয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা।

সুতরাং আমরা এই আলোচনা হতে জানতে পারলাম যে, জিহাদের আমীর হওয়ার জন্য দু'টি বিষয়ের অধিকারী হতে হবে।

(১) বাস্তব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সমরকুশলী।

(২) কুরআন হাদীসের উপর যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জনকারী।

এ দু'টি বিষয়ের কোন একটি যার মাঝে না থাকবে সে ব্যক্তি জিহাদের আমীর হতে পারবে না। কুরআন হাদীসের গভীর জ্ঞান ছাড়া যুদ্ধাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যেমন জিহাদের আমীর হতে পারে না, ঠিক তেমনি বাস্তব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বঞ্চিত শুধু কুরআন হাদীসের উপর পান্ডিত্য অর্জনকারী কোন ব্যক্তিও জিহাদের আমীর হতে পারবে না।

মুসলমানদের উপর যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে, তখন মুসলমানদের মধ্য হতে উক্ত গুণাবলীর অধিকারী কোন এক ব্যক্তিকে পরামর্শের ভিত্তিতে আমীর নির্ধারণ করে তার নেতৃত্বে জিহাদ শুরু করে দিতে হবে। আর উক্ত গুণাবলীর অধিকারী কেউ ইতিমধ্যেই আমীর নির্বাচিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বাকী সকল মুসলমানের উপর আবশ্য কর্তব্য হল, সেই আমীরের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার নেতৃত্বে অথবা তার নির্ধারিত প্রতিনিধির নেতৃত্বে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়া।

আলহামদুলিল্লাহ! জিহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ার সাথে সাথে বহু পূর্বে মুসলমানদের আমীর ও নির্বাচিত হয়ে গেছে। আর সেই আমীরের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের বুকে সুদীঘ পাঁচ বছর যাবত ইসলামী শাসন (খিলাফত) ব্যবস্থাও পরিচালিত হয়েছে। (যদিও বর্তমানে আফগানিস্তানে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা আর চালু নেই।) -এখন প্রয়োজন হলো সেই আমীর বা তার নির্ধারিত প্রতিনিধির নেতৃত্বে জিহাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া।

২ জিহাদ হওয়ার জন্য অপরিহার্য্য আরেকটি বিষয় ছিল, ইসলামী সেনাবাহিনী থাকা। আলহামদুলিল্লাহ! পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই আজ ইসলামী সেনাবাহিনী বিদ্যমান। যারা ইসলামী আমীর বা তার নির্ধারিত প্রতিনিধির নেতৃত্বে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। -এখন প্রয়োজন শুধু তাদেরকে খুঁজে বের করা এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা।

৩ জিহাদের জন্য আরেকটি আবশ্যকীয় বিষয় ছিল, পরিবেশ,পরিস্থিতি এবং জিহাদের ক্ষেত্র থাকা। যারা জিহাদের জন্য এই শর্তটি উল্লেখ করেন, তাদের যদি সত্যিকারে জিহাদ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে একথা জেনে রাখা দরকার যে, জিহাদের জন্য পরিবেশ পরিস্থিতি কোনদিন মুসলমানদের অনুকূলে ছিল না, আর কোনদিন হবেও না। কেননা, ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু বা তাদের এনজিও রা কোনদিন মুসলমানদের জন্য জিহাদের ক্ষেত্র তৈরি করে দিবে না। বরং মুসলমানদেরকেই পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং ক্ষেত্র জিহাদের উপযোগী করে নিতে হবে। আর সত্যিকার অর্থে যারা জিহাদ করতে চায় তাদের জন্য আফগান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, চেচনিয়া, আরাকান থেকে আরো উপযোগী কি ক্ষেত্র প্রয়োজন?

৪ জিহাদ করার জন্য সর্বশেষ বিষয়টি ছিল, যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে তাদেরকে চিহ্নিত করা, -এ বিষয়টিও আজ আর বাকী নেই। বরং ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, এবং তাদের দোসররা নিজেরাই মুসলমানদের উপর হামলা করে নিজেদেরকে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে।

বাকী আছে শুধু মুসলিম নামধারী মুনাফিকদেরকে চিহ্নিত করা। যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হয়ে যাবে তখন, এই মুনাফিকরাও আপনা আপনিই চিহ্নিত হয়ে যাবে।

সুতরাং এখন জিহাদকে ফরজে কিফায়া বলে তার থেকে বেচে থাকার আর কোন অবকাশ রইলনা।

৩ নং প্রশ্ন ঃ জিহাদ করতে হলে মজবুত ঈমান লাগে। স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রথমে ঈমানের উপর মেহনত করেছেন। মক্কায় ১৩ বছর ঈমান মজবুত করার পর মদীনায় গিয়ে জিহাদ করেছেন, তাই আমাদেরকেও আগে ঈমান মজবুত করতে হবে তারপর জিহাদের কথা ভাবা যাবে। ঈমানের উপর মেহনত না করে আমরা কেন এখন জিহাদ করতে যাবো?

উত্তর ঃ 'জিহাদ করতে হলে মজবুত ঈমান লাগবে এবং আগে ঈমান মজবুত করে পরে জিহাদ করতে হবে'-এধরনের কোন কথা কুরআন হাদীসের কোথাও নেই। বরং গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এটাই সুস্পস্ট হয়ে ওঠে যে, এধরনের কথা মুসলমানদেরকে জিহাদ হতে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য পরিচালিত গভীর ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। বাহ্যিকভাবে শুনতে খুব ভালো মনে হলেও এর অন্তনিহীত উদ্দেশ্য খুবই খারাপ। এটাকে আমরা 'কথা সত্য মতলব খারাপ' জাতীয় বাক্যের সমপর্যায়ে ধরতে পারি।

আর 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে ১৩ বছর মক্কায় থেকে ঈমান মজবুত করেছেন, তারপর মদীনায় গিয়ে জিহাদ করেছেন' -কথাটা সম্পূর্ন অবাস্তব। বরং বাস্তবতা হলো মহাবনী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে মক্কায় ১৩ বছর হতভাগ্য কাফিরদের দূভাগ্য মোচনের জন্য এবং কাফিররাও যেন ঈমান এনে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, সেজন্য তাদের দ্বারে দ্বারে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। পাশাপাশি মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদেরকে সুসংহত করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

কেননা, যদি একথা স্বীকার করে নেয়া হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মহান সাহাবীদেরকে নিয়ে মক্কায় ১৩ বছর থেকে ঈমান মজবুত করেছেন, তাহলে একথাও মেনে নেয়া অবশ্যই আবশ্যক হবে যে, নাউযুবিল্লাহ! প্রথম অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের ঈমান দূর্বল ছিলো। এবং এর সাথে সাথে কাফির মুশরিকরাও একথা বলার সুযোগ পেয়ে যাবে যে, যাদের নিজেদের ঈমানই মজবুত নয় তারা অন্যদেরকে আবার ঈমানের দাওয়াত দিবে কিভাবে?

এবং যাঁর (মুহাম্মদ সা.) নিজের ঈমানই দূর্বল তার উপর অবতীর্ন কুরআন এবং তার মাধ্যমে আসা ইসলাম কিভাবে নির্ভরযোগ্য হতে পারে?

কাফির-মুশরিকদের এধরনের অবান্তর প্রশ্নের হাত হতে বাঁচার একমাত্র উপায় হচেছ ইসলামকে নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহাতীত সাব্যস্ত করা। আর এটা তখনই সাব্যস্ত হবে যখন এটা আসা ও পৌঁছার মাধ্যম নির্ভরযোগ্য হবে। আর এটাও তখনই প্রমাণিত হবে যখন তাঁদের ঈমান মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। আর এটাও অত্যন্ত সুস্পস্ট যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহবীদের ঈমান প্রথম অবস্থা থেকেই মজবুত ও সুদৃঢ় ছিলো।

দ্বিতিয়ত ঃ যদি একথা বলা হয় যে, আগে ঈমান মজবুত করে পরে জিহাদ করতে হয়, ঈমান মজবুত না করে জিহাদ করা যায়না বা আগে ঈমান মজবুত না করে জিহাদ করলে সেই জিহাদ কবুল হয় না, তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দিবে যে, তাহলে যে সমস্ত সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের পর এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং জিহাদ করেছেন তাদের জিহাদ কি কবুল হয়নি? কেননা, তারা তো কেউ রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর মক্কায় থাকা অবস্থায় ঈমান আনা সাহাবীদের মতো ১৩ বছর ঈমানের উপর মেহনত করতে পারেন নি। অনেকের অবস্থা তো এমন ছিলো যে ১৩ বছর তো দূরের কথা এক ওয়াক্ত নামায বা একটি রোজাও রাখতে পারেন নি। যুদ্ধের ময়দানেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সেই যুদ্ধেই শহীদ হয়েছেন এবং স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। যেমন

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উসাইরিম (রা.) এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। তিনি উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে এসে রাসূলের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে সে যুদ্ধেই শাহাদাত লাভে ধন্য হন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তার জানযার নামাজের ইমামতি করেন। অতঃপর তার লাশ নিজ হাতে কবরে রাখেন এবং উচচ কণ্ঠে তাঁর জান্নাতী হওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

এছাড়াও হাদীসের কিতাব সমূহে এমন আরো কয়েকজন মহান সাহাবীর উল্লেখ পাওয়া যায় যারা একই যুদ্ধের প্রথমাংশে কাফিরদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং কয়েকজন মুসলিম সাহাবীকে শহীদ করে রাসূলের কাছে এসে প্রিয় নবীর কথায় মুগ্ধ হয়ে যুদ্ধ চলাকালিন সময়েই ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং পরক্ষণেই মুসলমানদের পক্ষ হয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে ঘোরতর লড়াইয়ে অবতীর্ন হয়েছেন এবং এক পর্যায়ে শাহাদাত লাভে ধন্য হয়েছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এবং কাফির অবস্থায় তাঁর হাতে নিহত মুসলমানদেরকে একই সাথে কবরস্থ করেছেন এবং অন্যান্যদের ন্যায় তাকেও জান্নাতের একজন সর্দার বলে ঘোষণা করেছেন। এখন এই সকল সাহাবীদের ব্যাপারে কি একথা বলা যাবে যে, তাদের জিহাদ কবুল হয়নি? যদি একথা বলা না হয় তাহলে অবশ্যই এটাও মানতে হবে যে, প্রথম থেকেই তাদের ঈমান মজবুত ছিলো।

কিন্তু এঅবস্থায় আরো গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, যেখানে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর, উসমান, আলী (রা.) প্রমূখ সাহাবায়ে কিরামদেরকে ১৩ বছর পর্যন্ত নিজেদের ঈমানের উপর মেহনত করে নিজ নিজ ঈমান মজবুত করতে হলো, তারপর তারা জিহাদ করতে পারলেন, সেখানে হিজরত পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ কারী ব্যাক্তির ঈমান কি এতই মজবুত হয়ে গেলো যে, তারা নিজেদের ঈমানের উপর কোন একদিন মেহনত না করেই জিহাদ করে ফেললেন? আর হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান; আলী (রা.) প্রমুখ সাহাবীদের ঈমান কি এতই

দুর্বল ছিলো যে, তাদের ঈমান পাকা ও মজবুত করার জন্য তাদেরকে ১৩ বছর পর্যন্ত নিজেদের ঈমানের উপর মেহনত করতে হলো? নাউযুবিল্লাহ!

অথচ এটা শতসিদ্ধ যে, সাহাবীদের মধ্যে মর্যাদা ও স্তরের দিক থেকে সবার উপরে হলেন হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী (রা.)। এমনিভাবে প্রথম যুগে ঈমান আনয়নকারীদের মর্যাদা পরবর্তীতে ঈমান আনয়নকারীদের থেকে বেশি। যার সুস্পষ্ট উল্লেখ পবিত্র কুরআনেও বিদ্যমান।

তৃতিয়ত ঃ 'আগে ঈমান মজবুত করে পরে জিহাদ করতে হবে' কথাটি যে মুসলিম সমাজ হতে জিহাদের মহান বিধানটিকে বিদুরিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত গভীর ষড়যন্ত্ররই একটি অংশ এবং মুসলিম মন-মানষ হতে জিহাদর চিন্তা-চেতনা মুছে ফেলার জন্য প্রচার করা হয়েছে তার অন্যতম একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে ঃ যারা এই কথা প্রচার করে বেড়ায় যে, 'আগে ঈমান মজবুত করে পরে জিহাদ করতে হবে দুর্বল ঈমান নিয়ে জিহাদ করা যাবেনা।' তারা কিন্তু কখনও ভুলেও একথা বলে না যে, আগে ঈমান মজবুত করে পরে নামাজ পড়তে হবে, রোজা রাখতে হবে। দূর্বল ঈমান নিয়ে নামাজ-রোজা করা যাবেনা।

তাহলে এখন কথা হলো যেই দুর্বল ঈমান নিয়ে জিহাদ করা যায়না সেই দুর্বল ঈমান দ্বারা নামাজ রোজা কিভাবে আদায় হয়? যেই দুর্বল ঈমান দিয়ে জিহাদ যদি করা যায় না, সেই দুর্বল ঈমান দিয়ে নামাজ-রোজাও তো শুদ্ধ হওয়ার কথা না।

কেননা, জিহাদ যেমন প্রয়োজনীয় ফরজ, ঠিক তদ্রুপ নামাজ-রোজাও গুরুত্তপুর্ণ ও ফরজ ইবাদত। বরং ক্ষেত্র ভেদে কখনও কখনও (মুসলিম দেশ সমুহ নিরাপদ এবং তাতে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা চালু থাকা অবস্থায়) নামাযের গুরুত্ত জিহাদের থেকেও বেশি হয়ে থাকে। সুতরাং যদি শুধুমাত্র ঈমানকে মজবুত করার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই 'আগে ঈমান মজবুত করে পরে জিহাদ করতে হবে' বলা হয়ে থাকে তাহলে তো নামাজ-রোজার, হজ্ব-যাকাত, প্রভৃতির ক্ষেত্রেও একথা বলা দরকার ছিলো যে, আগে ঈমান মজবুত করে নাও পরে এসকল ইবাদত করা যাবে।

কিন্তু অন্য কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে না বলে শুধুমাত্র জিহাদের ক্ষেত্রে ঈমান মজবুত করার কথা বলার দ্বারাই এটা প্রমাণ হয় যে, এই কথার উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে ঈমান মজবুত করার প্রতি আকৃষ্ট করা নয় বরং তাদেরকে জিহাদের থেকে দুরে সরানো।

সুতরাং এটাই সাব্যস্ত হলো যে, 'আগে ঈমান মজবুত করে পরে জিহাদ করতে হবে' জাতীয় কথা-বার্তা কখনই কুরআন-হাদীস বা যুক্তি সংগত নয়। বরং এর লক্ষ্যই হচেছ সমাজে জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং মানুষদেরকে জিহাদের মহান বিধান হতে দুরে সরানো।

তবে আমার এই কথার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, ঈমানের উপর মেহনত করার কোনই গুরুত্ত্ব বা প্রয়োজন নেই। বরং ঈমানের উপর মেহনত করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে তবে এর জন্য জিহাদকে বর্জন করার কোনই অর্থ হয়না।

আসলে বাস্তবতা হলো ঈমান মজবুত করার সবচেয়ে ভালো এবং কার্যকর স্থান হচেছ জিহাদের ময়দান। মসজিদের অভ্যান্তর, মাদ্রাসার নির্জন কুঠুরী, খানকা শরীফ, বা নির্জন গৃহ কোনে বসে ৪০ বছরেও ঈমান যতটা না মজবুত ও সুদৃঢ় হবে, যুদ্ধের ময়দানের সামান্য কিছু সময়েই তার থেকেও বেশি মজবুত আর সুদৃঢ় ঈমান তৈরি হবে। কেননা, যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্য সকল স্থানে আল্লাহর ধ্যান ও খেয়াল ভেদ করে মাখলুকের ভরসা ও সহযোগিতার বিষয়টি প্রতি মুহূর্তে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে যুদ্ধের ময়দানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনদিকে চিন্তা যাওয়ার নুন্যতম অবকাশও থাকেনা।

কেননা, যেখানে প্রতি মুহূর্তে চতুপার্শ্বে বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষিত হচেছ, একের পর এক অনবরত প্রচন্ড শক্তিশালী বোমা সমূহ বিষ্ফোরিত হচেছ সেখানে অন্তর আপনা আপনিই আল্লাহ মুখী হয়ে যায় এবং আল্লাহই যে একমাত্র জীবন-মৃত্যুর একমাত্র মালিক সে সম্পর্কে আর সামান্য তম সন্দেহ-সংশয়ও আর অবশিষ্ট থাকেনা। ঈমান তখন তার পূর্ণতা লাভ করে। এমন সুদৃঢ় আর মজবুত হয়ে যায় যা দুনিয়ার অন্য কোন খানে সম্ভব হয় না।

সুতরাং এসকল আলোচনা হতে আমাদের সামনে এটাই সুস্পষ্ট হলো যে, 'আগে ঈমান মজবুত করে পরে জিহাদ করতে হবে।' কথাটি কোনমতেই সঠিক নয়। এবং ঈমান মজবুত করার প্রকৃত স্থান হলো জিহাদের ময়দান।

৪ নং প্রশ্ন ঃ হাদীস শরীফে আছে ঃ 'শেষ যমানায় একটি সুন্নত যিন্দা করলে একশত শহীদের সওয়াব হবে।' সুতরাং এত কষ্ট করে জিহাদ করার কি দরকার? এত কষ্ট করে জিহাদ করার দ্বারা তো বেশির চেয়ে বেশি একবারই শহীদ হওয়া যাবে এবং শাহাদাতের সওয়াব একবারই অর্জিত হবে, পক্ষান্তরে একটি সুন্নত যিন্দা করার দ্বারা যদি একশত শহীদের সওয়াব পাওয়া যায় তাহলে জিহাদের চেয়ে সুন্নতের মেহনত করাই কি অধিক শ্রেয় নয়?

উত্তর ঃ 'একটি সুন্নতের উপর আমল করলে একশত শহীদের সওয়াব পাওয়া যাবে' এমন কোন কথা হাদীসের কোথাও নেই। বরং হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهٗ اَجْرُ مِأَةِ شَهِيْدٍ

অর্থ ঃ 'আমার উম্মতের ফিতনা ফাসাদের সময় অর্থাৎ শেষ যমানায় যে আমার সুন্নত সমূহকে আকড়ে ধরবে, তার আমল নামায় একশত শহীদের সওয়াব লেখা হবে।'

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে যারা একটি সুন্নতের দ্বারা একশত শহীদের সওয়াব পাবার কথা বলে বেড়ান তাদের জন্য এই হাদীসের মধ্যে লক্ষ্য করা উচিত। কেননা, এই হাদীসের কোথাও একটি সুন্নত (سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِيْ) (আমার সুন্নাতের মধ্য হতে একটি সুন্নত) পালন করার জন্য একশত শহীদের সওয়াবের কথা বলা হয়নি। বরং (سُنَّتِيْ) আমার সুন্নত বলা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারাই বুঝা গেল যে, একশত শহীদের সওয়াব পেতে হলে একটি সুন্নত নয় বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের সকল সুন্নতের উপর আমল করতে হবে।

একটার উপর আমল করে অন্যটা ছেড়ে দিলে এই সওয়াব পাওয়া যাবেনা।

আর আমরা সকলে একথা খুব ভালোভাবেই জানি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি সুন্নত হচেছ ঃ জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ। এটি এমন একটি মহান সুন্নত যার পালন ও বাস্তবায়নে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাদানী যিন্দেগীর ১০ টি বছর অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং রাসূলের কথা অনুযায়ী একশত শহীদের সওয়াব পেতে হলে অন্যান্য সুন্নত সমূহের পাশাপাশি জিহাদের উপরও আমল করতে হবে। জিহাদ ছেড়ে, রাসূলের জীবনের অধিকাংশ সুন্নত ছেড়ে শুধুমাত্র একটি দু'টি সুন্নতের উপর আমল করেই একশত শহীদের সওয়াবের দাবী করাটা যেমন হাস্যকর তেমনি নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

৫ নং প্রশ্ন ঃ জিহাদের যদি এতই গুরুত্ত হয়ে থাকে তাহলে মহান আল্লাহ তা'আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কায় থাকা অবস্থায় কেন ফরজ করলেন না?

উত্তর ঃ জিহাদ যে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্তপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা একেবারে সুস্পষ্ট তবে মহান আল্লাহ তাআলা রাসলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কী যিন্দেগীতে জিহাদকে কেন ফরজ করলেন না তার সঠিক জবাব স্বয়ং আল্লাহই ভালো জানেন। তবে কুরআন-হাদীস ইতিহাস ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী অধ্যায়ন ও বিশ্লেষণ করলে মুসলমানদের উপর জিহাদের বিধান দিতে মহান আল্লাহর দেরী করার কারণ সম্পর্কে যতটুকু অবগতি লাভ করা যায় তা হলো জিহাদের গুরুত্ত ও প্রয়োজনীয়তা মুসলমানদের অন্তরে বদ্ধমুল করা। বিষয়টা পুরাপুরি বুঝার জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

আজ থেকে ১৪শত বছরের অধিককাল পূর্বে অসত্য-অন্যায় আর মিথ্যায় ভরা পৃথিবী যখন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলছিল। পাপাচার-অত্যাচার আর জুলুম-নির্যাতনের নিকষ কালো আধারের মাঝে মানবতা যখন খুঁজে ফিরছিল তার মুক্তির পথ, ঠিক এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে, উত্তপ্ত মরুর বুক চিরে উদিত হয়েছিল এক মরু ভাস্কর, এক মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এধরা পৃষ্টে আগমন করেই মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত দ্বীনে ইসলামের প্রতি সমস্ত লোকদেরকে আহ্বান জানালেন। কিন্তু তার এই ডাকে মাত্র গুটি কতক সৌভাগ্যবান ছাড়া আর কেউই সাড়া দিল না। মাত্র কিছু সংখ্যক লোক রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল, আর বাদ বাকী সকলেই তাদের পূর্বেকার সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর অটল রইল। যারা ইসলাম গ্রহণ করল না তারা শুধু নিজেরাই ইসলাম গ্রহণ করা হতে বিরত থাকল না, বরং অন্যান্য লোকদেরকেও ইসলাম গ্রহণে বাধা দিতে লাগল। যারা রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিল তাদের উপর তারা অত্যাচার নির্যাতন করতে আরম্ভ করল।

যে সকল সাহাবায়ে কিরাম মহান আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ ঈমান এনে মুহাম্মদ (সাঃ) কে তার প্রেরিত রাসুল বলে বিশ্বাস করেছিল তারা এবার কাফিরদের নিত্য নতুন অমানুষিক সব জুলুম নির্যাতনে জর্জরিত হতে লাগলেন। কাফিরদের সীমাহীন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাহাবায়ে কিরাম বারবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট আবেদন জানাতে লাগলেন যে, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদেরকে জিহাদের অনুমতি দিন, কাফিরদের জুলুম, নির্যাতন আর সহ্য হয় না। হে রাসুল! তারা যে আরবের সন্তান, আমরাও তো সেই একই আরবের সন্তান। যে পানি-বাতাস গ্রহণ করে তারা বড় হয়েছে, আমরাও তো সেই একই পানি-বাতাসে লালিত-পালিত। তারা যেমন রক্তে মাংসে গড়া, আমাদের মাঝেও তো সেই একই রক্ত মাংস বিদ্যমান। তবে কেন আমরা নীরবে তাদের জুলুম, নির্যাতন শুধু সহ্য করে যাব। আমাদেরকেও অনুমতি দিন,

আমরা তাদের অন্যায়-অপরাধের যথাযথ প্রতিশোধ নেব।' সাহাবায়ে কিরামের এধরনের একের পর এক আবেদন সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দিলেন না। মহান আল্লাহ তা'আলাও তাদের উপর জিহাদের বিধান অবতীর্ণ করলেন না। বরং সাহাবীদেরকে জিহাদের বিধান আসার আগ পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ ও কাফিরদের জুলুম, নির্যাতনকে সাময়িকভাবে ক্ষমা করতে বললেন। আয়াত নাযিল করলেন,

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ

অর্থ, "তোমরা তাদেরকে (কাফিরদেরকে সাময়িকের) জন্য ক্ষমা কর এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে জিহাদের বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"(সুরা বাকারা, আয়াত ঃ ১০৯)

এরপর যখন মুসলমানদের উপর কাফিরদের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পেল এবং জুলুম নির্যাতনের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু জিহাদের অনুমতি দিলেন না। তারপর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের প্রিয় মাতৃভুমি ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে লাগলেন। এমনকি এক সময় স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও চোখের পানি ফেলতে ফেলতে মক্কা মুকাররমা ছেড়ে মদীনা মুনাওয়ার দিকে হিজরত করলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মদীনায় হিজরতের পর মক্কার কুরাইশরা মদীনার মুসলমানদের উপর জুলুম, নির্যাতনের নিত্য নতুন প্রক্রিয়াসমুহ আবিষ্কার করতে লাগল। তারা মদীনার আশে পাশের চারণভুমি সমুহে বিচরণকারী মুসলমানদের উট-বকরীসমুহ হামলা করে ছিনিয়ে নিতে লাগল। মুসলমানদেরকে মদীনা থেকে উৎখাত করে ইসলামকে চিরতরে নির্মুল করার জন্য একের পর এক ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগল। তখন মদীনায় অবস্থানকারী মুসলমানদের অবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ল। মক্কাবাসী কাফিরদের হামলার আশংকায় মুসলমানরা ভীষণ শংকিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদেরকে জিহাদের নির্দেশ

দেয়া থেকে বিরত রইলেন। এবং জিহাদের জন্য মহান আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন।

মহান আল্লাহ চাইলে মক্কায় থাকতেই মুসলমানদের উপর জিহাদের বিধান দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে মুসলমানদের উপর জিহাদের বিধান দিতে মহান আল্লাহ তা'আলার এত দেরি করার কারণ এটাই ছিল যে, মুসলমানরা আগে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করুক। জিহাদ যে কত দরকারী, নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তা যে কত সীমাহীন মুসলমানরা সে বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করুক। যাতে করে পরবর্তীতে যখন মুসলমানদের উপর জিহাদের বিধান দেয়া হবে, জিহাদকে তাদের উপর ফরজ করা হবে, তখন যেন কেউ আর জিহাদের ব্যাপারে অবহেলা অলসতা না করে এবং জিহাদ করতে অস্বীকৃতি না জানায়। কেননা, যদি চাওয়া মাত্রই জিহাদ দিয়ে দেয়া হত, তাহলে সম্ভাবনা ছিল যে, অনেকেই হয়ত জিহাদকে তেমন কোন গুরুত্বপুর্ণ আমল মনে করত না। এবং এও অসম্ভব ছিলনা যে, তারা জিহাদের কষ্ট দেখে একে অস্বীকার করে বসত যার ফলে তারা সকলে খোদায়ী আযাবের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়ে চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেত।

যেমন অস্বীকার করেছিল হযরত মুসা (আ.) -এর সময়ে বনী ইসরাঈলীরা। বনী ইসরাঈলের লোকজন যখন আমালিকা নামক তৎকালিন এক জালিম সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছিল তখন তারা হযরত মুসা (আ.) এর কাছে জিহাদের বিধান পাওয়ার জন্য খুব জোড়াজুরী করেছিল। নবী তখন তাদেরকে বারংবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা ভাল করে ভেবে দেখ! এমন যেন না হয় যে, তোমাদের উপর জিহাদের বিধান দেয়া হল আর তোমরা তা ছেড়ে পলায়ন করলে। কিন্তু বনী ইসরাঈলের লোকেরা বারংবার জিহাদের বিধান চাইতেই লাগল। ফলে মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর জিহাদের বিধান দিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন জিহাদের বিধান আসল, তখন অল্প কিছু লোক ব্যতিত বাকী সকলেই জিহাদ ছেড়ে পলায়ন করল। যা মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করেছেন। বনী

ইসরাঈলের লোকেরা জিহাদ হতে শুধু পলায়ন করেই ক্ষ্যান্ত হল না, সাথে সাথে তারা বলতে লাগলো,

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

অর্থ, "তাদের একটি দল মানুষদেরকে (শত্রু কাফিরদেরকে) ভয় করতে লাগল আল্লাহকে ভয় করার মত বা তার থেকেও অধিক ভয়। আর তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আমাদের উপর জিহাদকে ফরজ করলে? যদি আমাদেরকে আরো কিছুটা দিন অবকাশ দিতে। (সুরা নিসা, আয়াত ঃ ৭৭)

বনী ইসরাঈলের লোকেরা চাওয়া মাত্র জিহাদ পেয়ে যাওয়ার কারণে জিহাদের ব্যপারে তাদের অবহেলা, অলসতা, ও উদাসীনতা এপর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, যখন হযরত মুসা (আ.) তাদেরকে জিহাদে যেতে বল্লেন তখন তারা ঔদ্ধত্যের সীমা পেরিয়ে জিহাদকে অস্বীকার করে নির্লজ্যের মতো বলে ফেলেছিল যে,

اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ

অর্থ, "হে মুসা! তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে কাফিরদের সাথে লড়াই করোগে। আমরা (জিহাদ করতে পারব না) এখানেই বসে রইলাম। (সুরা মায়েদা, আয়াত ঃ ২৪)

এর পর মহান আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের এই ধারাবাহিক অবাদ্ধ্যতার কারণে তাদেরকে 'ময়দানে তীহ্' নামক স্থানে দীর্ঘ ৪০ বৎসর পর্যন্ত বন্দী করে রাখেন। তারা ৪০ বৎসর যাবত একই স্থানে ঘুরপাক ক্ষেতে থাকে। তো উম্মতে মুহাম্মদীয়াকেও যদি তাদের চাওয়া মাত্রই জিহাদের বিধান দিয়ে দিতেন এবং রাসুলের মক্কী যিন্দেগীতেই মুসলমানদের উপর জিহাদকে ফরজ করতেন, তবে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝেও বনী ইসরাঈলের উক্ত ঘটনা পুণরাবৃত্তির সমুহ সম্ভাবনা ছিল। আর মহান আল্লাহ তা'আলা এটা চাননি যে, অন্যান্য উম্মতদের ন্যয় তার প্রিয় হাবীবের উম্মতরাও জিহাদের ব্যপারে অবহেলা, অলসতা ও অবাদ্ধ্যতা করে তার রাগ অর্জন করে খোদায়ী শাস্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হোক। -

এজন্যই মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে জিহাদের বিধান দিতে এত বিলম্ব করছিলেন।

এরপর যখন কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হল, সমস্ত মুসলমানসহ সমগ্র মদীনা নগরীকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে বদ্ধপরিকর হল এবং এ উদ্দেশ্যে অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করতে সারা মক্কার প্রত্যেকের থেকে চাঁদা তুলে ৫০হাজার দীনার (তৎকালীন যুগে সাড়ে চার মাশা পরিমাণ স্বর্ণ দ্বারা তৈরি মুদ্রাকে দীনার বলা হতো। স্বর্ণের বর্তমান দর অনুযায়ী এর মুল্য হয়, ৫২ টাকা। এ হিসাবে ৫০হাজার দীনার এর মূল্য হয় ২৬ লক্ষ টাকা। আর সে সময়ের ২৬ লক্ষ বর্তমানের ২৬ কোটির ও বেশি হবে।) এর এক বিশাল পুঁজি দিয়ে তারা আবু সুফিয়ানকে সিরিয়া পাঠাল, তখন মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে জিহাদের অনুমতি দিলেন। ঘোষণা করলেন,

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ. الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ

অর্থ, "নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলমানদেরকে জিহাদের অনুমতি দেয়া হল, কেননা, তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট। যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের ঘর-বাড়ি হতে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, শুধুমাত্র এই অপরাধে যে, তারা বলে, আমাদের প্রভু একমাত্র আল্লাহ।" (সুরা হজ্জ, আয়াত ঃ ৪০)

এই আয়াতের দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে জিহাদের অনুমতি দিয়ে একদিকে তাদের শত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়েছেন। অপর দিকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে কত দরকারী তাও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে মুসলমানরা পরবর্তীতে জিহাদের ব্যাপারে আর কোনধরনের গাফলতী না করে।

৬ নং প্রশ্ন ঃ হাদীসে আছে ঃ 'নফসের জিহাদ বড় জিহাদ। অস্ত্রের জিহাদ ছোট জিহাদ।' সুতরাং আমাদেরকে নফসের জিহাদ করতে হবে। বড় জিহাদ বাদ দিয়ে কেন আমরা শুধু শুধু ছোট জিহাদের পিছনে সময় নষ্ট করব?

উত্তর ঃ 'নফসের জিহাদ বড় জিহাদ। অস্ত্রের জিহাদ ছোট জিহাদ।' এমন কোন কথা সুস্পষ্টভাবে কোন হাদীসেই নেই। নফসের জিহাদ বড় জিহাদ। অস্ত্রের জিহাদ ছোট জিহাদ বলে যারা প্রচার করে থাকেন তারা নিযেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত কথিত হাদীস টি পেশ করে থাকেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّىٰ) رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

অর্থ ঃ 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে যাচিছ।'

এর মাধ্যমে তারা অনেক সময়ই এভাবে দলীল দিয়ে থাকেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় উক্ত হাদীস টি বলেছিলেন। এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফসের জিহাদকে বড় জিহাদ আর অস্ত্রের জিহাদকে ছোট জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং অস্ত্রের জিহাদ হলো ছোট জিহাদ আর নফসের জিহাদ হলো বড় জিহাদ। তাই আমাদেরক বড় জিহাদ করতে হবে।

এর জবাবে আমরা বলব, প্রথমত ঃ উপরোল্লেখিত বাক্যটি হাদীস এসম্পর্কেই হাদীস বিশারদদের মাঝে মতবিরোধ আছে। নির্ভরযোগ্য এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের মত হলো এটি হাদীস নয়। এবং অনেক নির্ভরযোগ্য কিতাবে একে হাদীস নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আহসানুল ফতোয়া, ২/২৯ পৃষ্ঠা। আল ইসরারুল মারফু'আ, ২১১ পৃষ্ঠা হাশিয়া সহ।

তবে কেউ কেউ আবার একে হাদীস বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং এখন যেহেতু এটি হাদীসই নয় অথবা হাদীস হওয়ার ব্যাপারে

সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে তাই আমরা নির্দিধায় একথা বলতে পারি যে, এর মাধ্যমে কোন দলীল-প্রমাণ পেশ করা আদৌ শুদ্ধ নয়।

দ্বিতিয়ত ঃ যেহেতু কেউ কেউ একে হাদীস বলেছেন, তাই যদি আমরা একে হাদীস বলে স্বীকার করেও নেই তদুপরি কিন্তু এর দ্বারা 'নফসের জিহাদ বড় জিহাদ। অস্ত্রের জিহাদ ছোট জিহাদ' সাব্যস্ত করার কোন আবকাশ নেই। কেননা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে আসার সময় একথা বলেছেন যে, 'আমরা ছোট জিহাদ অর্থ্যা তাবুকের জিহাদ হতে আরো বড় জিহাদের দিকে যাচিছ' -এখন এই হাদীসে বড় জিহাদ বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বুঝাতে চেয়েছেন তার সুস্পষ্ট উল্লেখ এই হাদীসে নেই। এই হাদীসে বড় জিহাদ হতে 'নফসের জিহাদ'ও হতে পারে আবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের পর সাহাবীদের শাসনামলে রোম-পারস্যের সাথে মুসলমানদের সংগঠিতব্য বড় বড় যুদ্ধ সমূহও হতে পারে।

তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত হাদীস বলার সময় কালীন বিশ্ব পরিস্থিতি এবং মুসলমানদের অবস্থা উপরোক্ত উদ্দেশ্য দু'টির দ্বিতিয়টি হওয়ার উপরই প্রমাণ বহন করে। কেননা, নবম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচালিত 'তাবুক' যুদ্ধ ছিলো তখন পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে কাফিরদের সংগঠিত যুদ্ধ সমূহের মধ্যে সর্ব বৃহৎ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ত্রিশ হাজার। যা এরপুর্বে কোন যুদ্ধে ছিলোনা। মুসলমানদের এত বিপুল সংখ্যাধিক্য এবং এতো আয়োজন দেখে অনেকেই হয়তো এই মনে করেছিলেন যে, এটাই প্রথম এবং শেষ যুদ্ধ। এমন বড় ধরনের যুদ্ধ হয়তো আর কখনও হবেনা।

তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, -'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে যাচিছ।' অর্থাৎ 'তোমরা তাবুক যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি ও আয়োজন দেখে মনে করোনা যে, এটাই সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। বরং এটাতো ছোট যুদ্ধ

এর থেকেও আরো অনেক বড় বড় যুদ্ধ তোমাদের সামনে আসছে। যাতে তোমাদেরকে রোম-পারস্যের সাথে লড়তে হবে। সেগুলোর তুলনায় এই যুদ্ধ তো খুবই নগন্য। তাই তোমরা এই যুদ্ধের জাকজমক দেখে বিভ্রান্ত হয়োনা। বরং আসন্ন বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করো।'

তৃতিয়ত ঃ যদি আমরা অস্ত্রের জিহাদকে ছোট আর নফসের জিহাদকে বড় বলে মেনেও নেই তাহলেও তো আমাদের উপর সর্বাগ্রে অস্ত্রের জিহাদে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক হয়ে দাড়াবে।

কেননা, মানুষের স্বভাবজাত গুণ হলো ছোট থেকে বড় কাজের দিকে যাওয়া। যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রথমে সাহাবীদেরকে নিয়ে ছোট জিহাদ (অস্ত্রের জিহাদ) করেছেন, তারপর বড় জিহাদ তথা নফসের জিহাদের কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে বানরের জন্মগত স্বভাব হলো সে প্রথমে এক লাফে উপরে উঠে যাবে তারপর নীচে নামবে। সুতরাং যারা নফসের জিহাদ বড় জিহাদ, অস্ত্রের জিহাদ ছোট জিহাদ বলে প্রচার করে বেড়ান তাদের ক্ষেত্রেও তো মানবীয় গুণাবলী এবং প্রিয় নবীর অনুসরণ প্রকাশ পাবে তখনই যখন তারা আগে অস্ত্রের জিহাদে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে পরবর্তীতে নফসের জিহাদের কথা বলবেন।

চতুর্থ ঃ আমরা মেনে নিলাম যে, অস্ত্রের জিহাদ ছোট আর নফসের জিহাদ বড়। কিন্তু তাই বলে কি অস্ত্রের জিহদকে ছেড়ে দেয়া যাবে? কোন একটা আমল যতই ছোট হোক না কেন যখন তা ফরজ বলে ঘোষণা হয়েছে তখন তা তো সকলের উপরই আবশ্যক হয়ে গেছে। এখন 'এটা ছোট তাই এটা করবোনা' বলে পিছে সরে থাকার কোন অবকাশ নেই।

পঞ্চম ঃ 'নফসের জিহাদ বড় জিহাদ। অস্ত্রের জিহাদ ছোট জিহাদ।' বলে যারা অস্ত্রের জিহাদ থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করে থাকেন, তারা

যদি 'নফসের জিহাদের কথা আন্তরিকভাবেই বলে থাকেন তাহলে তাদের উপর তাৎক্ষণিকভাবে অবশ্যই অস্ত্রের জিহাদে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক হয়ে দাড়াবে।

কেননা, 'নফসের জিহাদ'এর অর্থ হচেছ ঃ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নফসের বিরূদ্ধাচারণ করা। নফস যা চায় না তা করা এবং নফস যা চায়না তা করা।

আর এবিষয়টাও খুবই সুস্পষ্ট যে, মানুষের অন্তর জিহাদের বাহ্যিক কষ্ট-ক্লেষ প্রত্যক্ষ করে তাতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চায়না। যারা 'নফসের জিহাদকে বড় জিহাদ' বলে প্রচার করে থাকেন তারাও মূলত ঃ এই প্রবৃত্তি থেকেই তা করে থাকেন। সুতরাং এক্ষেত্রে নফসের জিহাদের প্রবক্তাদের -যদি তারা আন্তরিকভাবেই নফসের জিহাদের কথা বলে থাকেন- অস্ত্রের জিহাদে শরীক হওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। কেননা, তাদের নফসও অবশ্যই অস্ত্রের জিহাদ হতে দূরে থাকতে চায়। আর নফস যা চায়না তা করা অর্থাৎ অস্ত্রের জিহাদে আত্মনিয়োগ করার নামই হচেছ ঃ 'নফসের জিহাদ।'

ষষ্ঠ ঃ

قَالَ النَّبِيُّ (صلي) رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ

অর্থ ঃ 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে যাচিছ।'

-কে যদি আমরা হাদীস হিসাবে মেনে নেই তাহলেও কিন্তু এই হাদীস দ্বারা কোনভাবেই অস্ত্রের জিহাদ তথা 'কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ' অবৈধ ও অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত হবেনা। এই হাদীস দ্বারা বেশির চেয়ে বেশি নফসের জিহাদ বা আত্মশুদ্ধির গুরূত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সাবেত হবে। -যা আমরা কখনই অস্বীকার করিনা। বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যে, আত্মশুদ্ধি বা নফসের জিহাদ করা অত্যাবশ্যকীয় তা নির্দিধায়, অসংকোচে স্বীকা করি। কিন্তু তার অর্থ তো এই নয় যে, কিতাল তথা স্বশস্ত্র জিহাদ করা যাবেনা।

বরং নফসের জিহাদ বা আত্মশুদ্ধির জন্য যেমন হাদীস শরীফে তাকীদ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি অস্ত্রের জিহাদের জন্যও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বরং স্বশস্ত্র জিহাদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এত অধিক বর্ণনা এসেছে, যার সিকি ভাগও আত্মশুদ্ধি তথা নফসের জিহাদ সম্পর্কে আসেনি। এবং এটাও দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে বিধর্মীদের সাথে স্বশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য যেই নির্দেশ জারী করেছে, তা শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধির মাঝে লিপ্ত থাকলেই আদায় হবেনা, বরং এর জন্য হাতে তসবির পাশাপাশি জিহাদের হাতিয়ারও তুলে নিতে হবে এবং শরীয়ত প্রদর্শিত যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। সুতরাং স্বশস্ত্র সংগ্রামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বাকিই রয়ে গেল।

৭ নং প্রশ্ন ঃ কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেন যে, 'মুজাহিদ হলো ঐ ব্যাক্তি যে তার নফসের সাথে জিহাদ করে।' সুতরাং যারা নফসের সাথে জিহাদ করে তারাই মুজাহিদ তাহলে আবার অস্ত্রের জিহাদের কি প্রয়োজন?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন হাদীসেই একথা বলেন নি যে, 'যে শুধু মাত্র তার নফসের সাথে জিহাদ করে সেই মুজাহিদ।' বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে,

وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللهِ

অর্থ ঃ "প্রকৃত মুজাহিদ হলো সে, যে (কাফিরদের সাথে স্বশস্ত্র জিহাদ করার পাশাপাশি) নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে।" অর্থাৎ রণাঙ্গনের জিহাদের পাশাপাশি যে তার নফসের সাথেও জিহাদ করে সেই প্রকৃত মুজাহিদ।

এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, রণাঙ্গনের জিহাদ বাদ দিয়ে যে শুধুমাত্র নফসের আত্মশুদ্ধি করছে সেই প্রকৃত মুজাহিদ। বরং নফসের

জিহাদ বা আত্মশুদ্ধি ছাড়া যেমন আল্লাহর পথে স্বশস্ত্র সংগ্রাম রত কোন মুজাহিদ প্রকৃত মুজাহিদ হতে পারেনা, ঠিক তেমনি রণাঙ্গনের জিহাদ ছেড়ে শুধুমাত্র নফসের সাথে জিহাদের মাধ্যমেও কেউ মুজাহিদ হয়ে যেতে পারবেনা।

উপরোক্ত হাদীস টি মূলত ঃ নিম্নোক্ত হাদীসের মতই,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

অর্থ ঃ "প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যাক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।" - এই হাদীসের অর্থ বিকৃত করে যেমন একথা বলা যাবেনা যে, 'যার হাত ও মুখ থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে সেই মুসলমান।' -এই অর্থ করলে তখন অনেক কাফির -যাদের হাত ও মুখ থেকে মুসলমানরা নিরাপদ- মুসলমান বলা আবশ্যক হবে, ঠিক তেমনি উক্ত হাদীসের অর্থ বিকৃত করলে এমন অনেক লোক যারা মুজাহিদ নয় তাদেরকে মুজাহিদ বলা আবশ্যক হয়ে দাড়াবে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো ঃ কারো হাত ও মুখ থেকে কোন মুসলমান নিরাপদ থাকলেই সে যেমন মুসলমান হয়ে যায়না বরং তার মুসলমান হওয়ার জন্য তার উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক হয়, ঠিক তেমনি কোন নফসের সাথে জিহাদকারী যুদ্ধের ময়দানের জিহাদ ব্যাতিত মুজাহিদও হতে পারবেনা। বরং তার মুজাহিদ হওয়ার জন্য নফসের জিহাদের পাশাপাশি রণাঙ্গনের জিহাদেও যোগ দিতে হবে।

৮ নং প্রশ্ন ঃ বর্তমানে অস্ত্রের জিহাদের চেয়ে কলম, ব্যালট ও বক্তৃতার জিহাদের বেশি প্রয়োজন। তাহলে কেন আমরা এই সকল গুরূত্বপূর্ণ কাজ ফেলে অস্ত্রের জিহাদের পিছনে ছুটব?

উত্তর ঃ বর্তমান পৃথিবীতে চলমান পরিস্থিতি খুবই ভয়ংকর ও স্পর্শ কাতর। ইসলাম ও মুসলমানদের আজ বড়ই দুর্দিন। সমগ্র পৃথিবীর কুফরী শক্তি আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা প্রনয়নকরে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরূদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইসলাম ও

মুসলমানদের অস্তিত্বকে ধরার বুক থেকে বিলীন করে দেয়ার জন্য তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে আঘাত হেনেছে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরূদ্ধে স্বশস্ত্র সংগ্রামে যেমন জোট বেঁধে আত্মনিয়োগ করেছে, ঠিক তেমনি বক্তৃতা-বিবৃতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা সর্বস্তরেই আগ্রাসন চালিয়েছে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাতিলের অন্যায় আগ্রাসন প্রতিরোধে মুসলমানদের জন্য জিহাদের ময়দানে তৎপর হওয়া যেমন আবশ্যক, ঠিক তেমনি বক্তৃতা-বিবৃতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও অগ্রসর হওয়া অপরিহার্য।

তবে এই সকল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অত্যান্ত লক্ষণীয় হলো ঃ এগুলোর প্রত্যেকটিকেই তার স্তর ও অবস্থান অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে। যার যতটুকু গুরূত্ব তাকে ততটুকু অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর এ বিষয়টাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ থেকে দূরে সরে থাকার কারণেই আজ আমাদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা-ফাসাদ দেখা দিচেছ। যদি জিহাদের উপর মুসলমানদের আমল অব্যাহত থাকতো তাহলে বক্তৃতা-বিবৃতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও এধরনের অন্যান্য ক্ষেত্র গুলোতে কাফির, মুশরিকরা আক্রমণ করার সময়ই পেতোনা। তাই এই সকল বিষয়ের উপরে আমাদের সকলকে সর্বাগ্রে জিহাদের মূল্যয়ন করতে হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বক্তৃতা-বিবৃতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যাবেনা। বরং জিহাদের পাশাপাশি ঐ সমস্ত ক্ষেত্রেও আমাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে তার জন্য জিহাদের আমলকে কোন মতেই তরক করা যাবেনা।

৯ নং প্রশ্ন ঃ বর্তমান আধুনিক যুগে দ্বীন ও ইসলাম কায়েমের জন্য জিহাদের থেকে গণতন্ত্র বেশি কার্যকর। কেননা, এতে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, রক্তপাত ঘটারও তেমন আশংকা নেই। তাই বর্তমানে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্যও আমাদেরকে গণতন্ত্রের শান্তির পথ ধরতে হবে। আমরা কেন শুধু শুধু শান্তির পথ পরিহার করে জিহাদের রক্ত পিচিছল, দূর্গম পথের দিকে অগ্রসর হবো?

উত্তর ঃ 'মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান হলো একমাত্র ইসলাম।' -এটা কুরআনের ভাষ্য। আর আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এই জীবন বিধান তথা ইসলামী খিলাফত ও হুকুমাত কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাও তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদেরকে কি নিয়ম পদ্ধতির কথা বলে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র কুরআনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন,

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

অর্থ, "কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিৎনা নির্মূল হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" (বাকারা ঃ ১৯৩)

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

অর্থ, "কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করতে থাক! যতক্ষণ না ফিৎনা নির্মূল হয় এবং আল্লাহর দ্বীন (পৃথিবীতে) সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৯)

এই দুই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা অত্যান্ত সুস্পষ্টভাবে তার কালিমা তথা দ্বীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে 'ক্বিতাল' তথা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ -এ লিপ্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং এর দ্বারাই বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা ও পদ্ধতি হলো 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।'

দ্বিতিয়ত ঃ মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদেরকে সেই পন্থা ও পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে, যা মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবলম্বন করেছিলেন এবং যার মাধ্যমে তিনি তাঁর জীবনে ইসলামী খিলাফত

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। -এদিক থেকেও যদি আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীর উপর দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা সেখানেও দেখতে পাবো যে, স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার জীবদ্দশায় দ্বীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর পন্থা ও পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন।

এই দ্বীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও এর চলার পথকে নিষ্কন্টক করার জন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার ছুটে গিয়েছেন জিহাদের ময়দানে। কখনো বদরে, কখনো উহুদে, কখোনো বা তায়েফ, হুনায়ন, খায়বার, খন্দকে জীবন বাজি রেখেছেন, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছেন। এই দ্বীনে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের জন্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজ দেহের পবিত্র রক্ত ঝড়িয়েছেন, দান্দান মোবারক শহীদ করেছেন, ঘন্টার পর ঘন্টা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন উহুদ পাহাড়ের পাথরের গর্তের মধ্যে।

জিহাদ তথা স্বশস্ত্র সংগ্রাম বাদ দিয়ে যদি শুধুমাত্র গণতন্ত্র আর নির্বাচনের মাধ্যমেই ইসলামী হুকুমাত কায়েম সম্ভব হতো, তাহলে কখনই মহান আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যুদ্ধ-জিহাদের কঠিন প্রান্তরে নিয়ে এভাবে কষ্ট দিতেন না। বদরে নিয়ে কাঁদাতেন না। উহুদে নিয়ে রক্ত ঝড়াতেন না। তাবুকে নিয়ে ঘর্মাক্ত করতেন না। বরং তখন অবশ্যই তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গণতন্ত্রের সহজ (?) পন্থা ও পদ্ধতির কথা বাতলে দিতেন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করতে বলতেন। আর যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এধরনের কোন দিক নির্দেশনা দেননি তাই এটাই সাব্যস্ত হলো যে, দ্বীন কায়েমের জন্য আমাদেরকেও গণতন্ত্র নয় বরং জিহাদের পথেই অগ্রসর হতে হবে।

তৃতিয় ঃ গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হওয়ার ব্যাপারে যদি মহান আল্লাহ তা'আলা চুপ থাকতেন তাহলেও গণতন্ত্রের

মাধ্যমে ইসলমী হুকুমাত কায়েম হওয়ার একটা সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকত। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা গণতন্ত্র সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থ ঃ "হে নবী! যদি আপনি জগৎবাসীর অধিকাংশের মতের (গণতন্ত্রের) অনুসরন করেন তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে ফেলবে।"

এমন সুস্পষ্টভাবে যেখানে মহান আল্লাহ তা'আলা তার কুরআনে গণতন্ত্রের ব্যাপারে তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং গণতন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত হওয়াকে সুস্পষ্ট গোমরাহী বলে সাব্যস্ত করে তা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন সেখানে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার কথা কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে?

চতুর্থ ঃ গণতন্ত্রের দ্বারা যে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয় বা প্রতিষ্ঠা হলেও তা বজায় রাখা কোনভাবেই সম্ভব নয় পক্ষান্তরে একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই যে ইসলামী হুকুমাত কায়েম সম্ভব এবং ইসলামের আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা যায়, তা বর্তমান বিশ্বের চলমান পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট হতে অতি সুস্পষ্ট। কেননা, কিছুদিন পূর্বে আলজিরিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ইসলামী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে একমাত্র জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে এবং তালেবানরা সেখানে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবত অত্যান্ত সুশৃংখলভাবে দেশ পরিচালনা করে নিরাপত্তা ও শান্তির বাস্তব নমুনা সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করে সাড়া পৃথিবীতে তুমুল আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছে।

যার ফলে ইসলামী হুকুমাতের সুফল দেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও নিজেদের কাধ থেকে গণতন্ত্রের জোয়াল ছুড়ে ফেলে কি না -এই আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমেরিকা সেখানে আগ্রাসন চালায়।

আফগানিস্তানে আমেরিকার অন্যায় আগ্রাসনের কারণে যখন সেখানে প্রচুর পরিমাণে নিরীহ জনসাধারণ মারা যাচিছলো এবং সরকারী ও বেসরকারী গুরূত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ, রাস্তাঘাট, হাট-বাজার এবং তালেবানদের আমলে বহুকষ্টে নির্মিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মাদ্রাসা, হাসপাতাল, খাদ্য গুদাম ইত্যাদি আমেরিকার মুশলধারে বোম্বিংয়ে গুড়িয়ে যাচিছলো, তখন সেখানকার তালেবান প্রশাসন দেশ ও জাতীর স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমেরিকার সাথে তাদের যুদ্ধ পলিসি পরিবর্তন করেন। তাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে গেড়িলা আক্রমণের পথ বেছে নেন। ফলে সেখানে আমেরিকা বিনা প্রতিরোধে প্রবেশ করে ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং আকাশ পথে বিমানের অব্যাহত বোম্বিং বন্ধ করে দেয়। -এই পট পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে যদিও আফগানিস্তানে প্রকাশ্যভাবে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত নেই, কিন্তু তালেবানদের অব্যাহত আক্রমণের কারণে সেখানে আমেরিকানদের নাজেহাল পরিস্থিতি বিশ্ববাসীকে এই পয়গাম জানাচেছ যে, অচিরেই আফগানিস্তানের ক্ষমতার মসনদে আবারও তালেবানরা আরোহন করতে যাচেছ এবং সত্তরই সেখানকার পবিত্র ভুখন্ডে আবারও ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটাই সাব্যস্ত হলো যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কখনও ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

১০ প্রশ্ন ঃ জিহাদ তো হয় 'দারূল হরবে'র সংঙ্গে। আর বর্তমানে তো পৃথিবীর কোথাও দারূল হরব নেই। কেননা, দারূল হরব বলা হয়, যেখানে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করতে বাধা দেয়া হয়। আর বর্তমান বিশ্বে যেহেতু কোথাও এরূপ ঘটেনা তাই দারূল হরবও নেই। সুতরাং আমরা জিহাদ করবো কার সাথে?

উত্তর ঃ 'জিহাদ হয় দারূল হরবের সঙ্গে' -কথা ঠিক আছে। তবে জিহাদ হওয়ার জন্য কেবলই দারূর হরব হতে হবে এমন কোন কথা

নেই। বরং জিহাদের জন্য নির্ধারিত শর্ত পাওয়া যাওয়াই হলো মুল কথা। আর দারূল হরবের যেই সংজ্ঞা আপনি পেশ করেছেন তা মোটেও সঠিক নয় এবং সেমতে বিশ্বের কোথাও দারূল হরব নেই ঘোষণাও সম্পূর্ণ অসত্য, অবাস্তব।

বরং দারূল হরব বলা হয়, শত্রূ কবলিত দেশকে। আর তার সজ্ঞা হলো ঃ

"দারূল হরব হলো ঐসকল দেশ যেগুলোতে কাফিরদের শাসন বা তাদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য বিদ্যমান।"-আত তাশরীয়ূল জিনাঈল ইসলামী, ১/২৭৫-২৭৭)

'আহসানুল ফতোয়া'য় দারূল হরব এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে যে,

"দারূল হরব হলো ঐসকল দেশ বা এলাকা, যেখানকার মুসলমানরা সেখানে ইসলামী বিধানাবলী এবং ইসলামী নেযাম কার্যকর করার ক্ষমতা রাখেনা।" -আহসানুল ফতোয়া, ২/২৭)

সুতরাং এর দ্বারাই প্রতিয়মান হয় যে, বর্তমান বিশ্বে দারূল হরবের অস্তিত্ব একটি দু'টি নয় বরং অসংখ্য-অগণিত। আর আপনি উপরে দারূল হরবের যেই সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, দারূল হরব বলা হয়, 'যেখানে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করতে বাধা দেয়া হয়' - এটি মুসলমানদের চির শত্রূ ইংরেজ বেনিয়াদের তৈরি একটি বিভ্রান্তিকর তথ্য। যা তারা মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে ছিলো মুসলমানদেরকে জিহাদের মহান আমল থেকে দুরে সরানোর জন্য। এই বিভ্রান্তি ছড়ানো হয় ১৮৭০ সালের মাঝামাঝি সময়। ঘটনাটি ছিলো ঃ ইংরেজ বেনিয়ারা ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সালতানাত দখল করে নেয়ার পর মুসলমানদের উপর ব্যাপক হারে নির্যাতন-নিপীড়ন আরম্ভ করে। লক্ষ্য লক্ষ্য মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, মুসলমানদের বাড়ি-ঘর, মসজিদ মাদ্রাসা সমুহ জ্বালিয়ে দেয়। এভাবে জুলুম-নির্যাতনের ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে এক সময় মুসলমানদের মাঝে ক্ষোভ ও ক্রোধ দানা বেধে উঠতে থাকে এবং এক সময় তা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে রূপ নেয়। একের পর এক ১৮৩১ সালের বালাকোটের

লড়াই, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব সংগঠিত হতে থাকে। এবং ধীরে ধীরে এ আন্দোলন গণ বিষ্ফোরণের রূপ নিতে থাকে।

ইংরেজ শাসকরা যখন মুসলমানদের বিষ্ফোরনুখ এমন অবস্থা দেখল তখন তারা প্রমাদ গুনল। স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারল যে, তাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা বুঝে উঠতে পারছিলো না যে, এত ব্যাপক হারে ও এত বিপূল সংখ্যায় মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করার পরও কিভাবে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে পারে? কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে সুসংহত আন্দোলনে লিপ্ত হয়। মুসলমানদের বাড়ি-ঘর, মসজিদ মাদ্রাসা সমুহ জ্বালিয়ে দেয়ার পরও তারা কোথেকে ইংরেজ বেনিয়াদের বিশাল শক্তিধর সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করা সাহস লাভ করে?

এসকল বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া ও এ পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য উদঘাটনের জন্য বৃটিশ সরকার ১৮৬৯ সালে 'উইলিয়াম হান্টারে'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভারত উপমহাদেশে প্রেরণ করে। এ প্রতিনিধি দল দীর্ঘ এক বৎসর যাবত ভারতবর্ষে অবস্থান করে বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে মুসলমান নামধারী গাদ্দারদের সাথে সাক্ষাত করে মুসলমানদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। অতঃপর তারা বৃটিশ সরকারের কাছে এব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করে।

এই রিপোর্টে তারা উল্লেখ করে যে, 'ভারতীয় মুসলমানরা কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। মুসলমানদের ধর্মে নির্দেশ রয়েছে যে, বিজাতীয় শাসন মানতে নেই। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কুরআনেই বিজাতীয় শাসনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের ধর্মীয় নেতারাও ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' তথা শত্রূ কবলিত রাষ্ট্র বলে ফতোয়া জারী করেছে। এ অবস্থায় ধর্মীয় বিধান মতে তাদের সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে। তাই মুসলমানরা জিহাদী প্রেরণায় উন্মাদের মতো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।'

এই রিপোর্টে শেষে তারা ভারত উপমহাদেশের উপর বৃটিশদের শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত করার জন্য কয়েকটি বিষয়ে সুপারিশ

করে। তার মধ্যে অন্যতম একটি ছিলো ঃ "দারিদ্রপীড়িত সর্বহারা মুসলমান আলেমদের একটি শ্রেণীকে উপঢৌকন ও উপাধি বিতরণের মাধ্যমে বৃটিশের অনুগত করে নিতে হবে। তারা ভারত বর্ষকে 'দারুল আমান' বা শান্তির দেশ বলে ফতোয়া দিবে। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তারা জিহাদকে অপ্রয়োজনীয় ও হারাম বলে বর্ণনা করবে এবং তারা প্রচার করে বেড়াবে যে, 'যে দেশে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই সে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ হতে পারেনা।' (কাদিয়ানী ধর্মমত ঃ ৭৪)

বৃটিশ বেনিয়াদের ছড়ানো 'দারুল হরব' সম্পর্কিত এই ভুল সংজ্ঞা দ্বারাই আজকাল অনেকে দলীল দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। মূলত ঃ এটা মুসলমানদের প্রতাড়িত করার জন্যই প্রচার করা হয়েছিলো। আফসোস ঃ এই প্রতাড়নায় মুসলমানরা আজ এমনই ফেসে গেছে যে, তারা নিযেরাই আজ এই কাজ সানন্দে আঞ্জাম দিচেছ। সুতরাং আজ আমাদের সকলের জন্য এই প্রতাড়না সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জিহাদ সম্পর্কিত এধরনের বিভ্রান্তি হতে বেচে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

(নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় অঙ্গীকারবদ্ধ)
দোকান নং ২৫, ৬ষ্ঠ তলা, ইসলামী টাওয়ার
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবা: ০১৭৪০১৯২৪১১।